ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-134 ■ 13 February, 2026 ■ আগরতলা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৩০ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ওপার বাংলার ভোট উৎসব

বিএনপি ১৭৫টির বেশি আসনে এগিয়ে জামায়াত ত্রিশে, জয়ী তারেক রহমান

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি ।। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রাথমিক গণনায় বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শেষে শুরু হওয়া গণনায় দেখা যাচ্ছে, বিএনপি ১৭৫টির বেশি আসনে এগিয়ে, যেখানে তাদের একসময়ের জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামী এগিয়ে রয়েছে প্রায় ৩০টি আসনে।

এখন পর্যন্ত ঘোষিত ২১টি আসনের চূড়ান্ত ফলে বিএনপি জয় পেয়েছে ১৯টিতে এবং জামায়াতে ইসলামী জিতেছে ২টি আসনে।

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসনে জয় নিশ্চিত করেছেন। সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, সারাদেশে বিএনপির প্রার্থীরা ১৭৫টিরও বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ 'জাতীয় সংসদ'-এ মোট ৩০০টি আসন রয়েছে। ২৯৯টি আসনে আজ ভোট হয়েছে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৫১টি আসনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী প্রশাসনের অধীনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বর্তমানে ভোট গণনা চলছে।

এদিন জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি জাতীয় গণভোটও অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাররা দুটি পৃথক ব্যালটে ভোট দেনসাদা ব্যালটে জাতীয় নির্বাচনের জন্য এবং গোলাপি ব্যালটে 'জাতীয় গণসনদ' গ্রহণের বিষয়ে মতামত জানান। 'জুলাই সনদ'-এ সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধের কথাও এতে উল্লেখ রয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন বলেছেন, গণভোটের ব্যালট ও ডাকযোগে দেওয়া ভোট গণনার কারণে চূড়ান্ত ফল প্রকাশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট দিচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস।

বাংলাদেশে নির্বাচন

জনাদেশ দেখে হবে পর্যালোচনা ঃ বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ।। বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণের মধ্যে ভারত বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা হবে এবং তার পরেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হবে। নয়াদিল্লিতে এক সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জৈসওয়াল বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচন চলছে। আমরা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করব যাতে দেখা যায় কী ধরনের জনাদেশ এসেছে। তারপর আমরা সেই বিষয়গুলো দেখব। নির্বাচনের প্রসঙ্গে, আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, আমরা চাই বাংলাদেশে মুক্ত, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হোক।

জৈসওয়াল আরও উল্লেখ করেন, ভারতকে যদিও নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তবুও কোনো পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়নি। আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমরা কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাইনি, তিনি জানান।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে এক রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ শুরু হতেই বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে শুরু করে, যা বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার পরিস্থিতির ভঙ্গুরতা তুলে ধরে। খুলনা জেলার আলিয়া মাদরাসা ভোটকেন্দ্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা মহিবুজ্জামান কোচির মৃত্যু হয়. । বাংলাদেশের প্রধান বাংলা দৈনিক যুগান্তর জানিয়েছে, ভোটকেন্দ্রের কাছে বিএনপি এবং জামায়াত-এ-ইসলামী সমর্থকদের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তেজনা দেখা দেয়। খুলনা সদর থানা বিএনপি-এর সংগঠন সম্পাদক ইয়াসুফ হরুন মজনু বলেন, সকালে কেন্দ্রের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। আলিয়া মাদরাসার প্রধান জামায়াতের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছিল। যখন তিনি তাকে বাধা দিলেন, তখন মহিবুজ্জামান কোচিকে ঠেলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের আরও খবর
৩, ৪ এবং ৫ এর পাতায়

'প্রহসন, অবৈধ ও অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে 'ভোটারবিহীন' নির্বাচন কটাক্ষ শেখ হাসিনার

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'প্রহসন', 'অবৈধ' ও 'অসাংবিধানিক' বলে আখ্যা দিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনকে তিনি 'ভোটারবিহীন' বলে দাবি করেন এবং ভোট বর্জনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করায় নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সাধারণ নাগরিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে আক্রমণ করে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, অবৈধ ও অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী প্রশাসন সুপরিকল্পিতভাবে একটি প্রহসনের আয়োজন করেছে। আওয়ামী লীগকে বাইরে রেখে অনুষ্ঠিত এই প্রতারণামূলক নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংবিধানের চেতনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

আওয়ামী লীগের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করা বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেন, ১১ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা থেকেই কেন্দ্র দখল, গুলিবর্ষণ, ভোট কেনাবেচা, টাকা বিতরণ, ব্যালটে সিল মারা এবং এজেন্টদের দিয়ে ফলাফলের শিটে স্বাক্ষর করানোর মাধ্যমে এই প্রহসন শুরু হয়। ১২ ফেব্রুয়ারির সকাল নাগাদ সারা দেশের অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল নগণ্য, আর রাজধানীসহ বহু এলাকায় অনেক কেন্দ্রে কোনও ভোটারই ছিল না।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর সাড়ে তিন ঘণ্টা পর, সকাল ১১টা পর্যন্ত মাত্র ১৪.৯৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই অত্যন্ত কম উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে আওয়ামী লীগবিহীন নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, দাবি তাঁর।

নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের ভোটার, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক হামলা, গ্রেফতার, ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও তোলেন শেখ হাসিনা। তাঁর বক্তব্য, হুমকি ও হয়রানি সত্ত্বেও জনগণ এই ভুয়ো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিক ধর্মঘটে প্রভাব কম রাজ্যে, স্বাভাবিকই জনজীবন

আগরতলা/ধর্মনগর/বিলোনিয়া/তেলিয়ামুড়া/কল্যানপুর, ১২ ফেব্রুয়ারী।। ট্রেড ইউনিয়নের বনধে ত্রিপুরায় জনজীবন কার্যত স্বাভাবিক ছিল। দিনের শুরুতে আগরতলা সহ কিছু স্থানে পিকেটিং এবং বনধ দেখা গেছে। কিন্তু, বেলা যত গড়িয়েছে, বনধের প্রভাব ততই কমেছে। রাজধানী আগরতলা দোকানপাট, সরকারি অফিস অন্যান্য দিনের মতোই ছিল। তবে, বাম সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন আজকের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে অস্তিত্বের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের তেমন কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি রাজধানী আগরতলায়। আজ সকাল থেকেই শহরের জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছন্দে।

সরকারি তরফে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ১২ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ, অফিস এবং আদালত খোলা থাকবে এবং নিয়মমাফিক কাজকর্ম চলবে। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও পড়ুয়াদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ধর্মঘটের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। সকাল থেকেই অধিকাংশ দোকানপাট খোলা ছিল এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের আনাগোনাও ছিল স্বাভাবিক। গণপরিবহন সহ বেসরকারি যানবাহন চলাচলও ছিল নিয়মিত, ফলে অফিসগামী মানুষ বা সাধারণ নাগরিকদের চলাচলে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। এদিকে এদিন বটতলা এলাকাতেও স্বাভাবিক ছিল যান চলাচল। অপরপ্রান্তে চন্দ্রপুর আইএসবিটি বাসস্ট্যান্ডেও যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। সকাল থেকেই বাস, জিপ চালকরা বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত ছিলেন। যাত্রী সংখ্যাও ছিল স্বাভাবিক। দূরপাল্লার যাত্রীর সংখ্যা কিছুটা কম থাকলেও নিত্যযাত্রীরা সংখ্যা ছিল স্বাভাবিক।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন লক্ষ্য করা যায়। তবে সকাল থেকে কোথাও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক থাকলেও রাজধানী আগরতলায় তার উল্লেখযোগ্য কোনও প্রভাব পড়েনি এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে শহরে।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে শহরে বামফ্রন্টের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই মিছিলে অংশ নেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, সিআইটিইউ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বন্ধ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। *ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রদেশ সভাপতি আজ এক বিবৃতিতে বলেন, ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় মানুষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও স্বাভাবিক জনজীবনের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনরায় প্রমাণ করেছেন।*

তিনি বলেন, রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ বনধের মতো নেতিবাচক কর্মসূচিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ফেব্রুয়ারি ।। *বনধকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ে সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।*

সিপিআই(এম) বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতিম মজুমদারের অভিযোগ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। *ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে বিজেপি। এদিন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা আগরতলায় সিপিআইএমের রাজ্য পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে পুলিশ।*

এক বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অচল করে দিতেই বারবার বনধ ডাকা হচ্ছে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুলের আচরণ খতিয়ে দেখতে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি, সদস্যপদ পর্যালোচনার আবেদন

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি।। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর আচরণ খতিয়ে দেখতে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। একই সঙ্গে তিনি রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ পর্যালোচনারও আবেদন করেছেন।

অধ্যক্ষকে লেখা চিঠিতে দুবে অভিযোগ করেছেন, রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড নৈতিকতার পরিপন্থী এবং তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথমবার উত্তর-পূর্বে জাতীয় সড়কই রানওয়ে, কাল অবতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদারে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে অসমের ডিব্রুগড় জেলার মোরানে চার লেনের জাতীয় সড়কের উপর নির্মিত জরুরি অবতরণ সুবিধা (ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি) শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

জাতীয় সড়কের ৪.২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি অংশকে জরুরি রানওয়ে হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি)-র নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ভারতীয় বায়ুসেনা (আইএএফ)-র জন্য এটি কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সামরিক মোতায়েন ও অপারেশন পরিচালনায় এই রানওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম জরুরি অবতরণ সুবিধার উদ্বোধন করবেন। আইএএফ-এর রাফাল ও সুখোই যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন সামরিক বিমান এই রানওয়ে ব্যবহার করতে পারবে। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নিজেই বায়ুসেনার সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমানে করে এই এয়ারস্ট্রিপে অবতরণ করবেন।

বৃহস্পতিবার পরীক্ষামূলক মহড়ায় জাতীয় সড়ক-২-এ একাধিক যুদ্ধবিমান অবতরণ করেছে। একটি এয়ার ফোর্স ডর্নিয়ার বিমান, সুখোই ও রাফাল বিমান এই এয়ারস্ট্রিপ থেকে উড্ডয়ন করেছে। প্রথমে তিনটি সুখোই যুদ্ধবিমান রানওয়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একে একে অবতরণ করেছে। পরে একই কায়দায় তিনটি রাফাল ফর্মেশন ড্রিল প্রদর্শন করে। পরিবহণ বিমান এএন-৩২-ও 'টাচ অ্যান্ড গো' মহড়া সম্পন্ন করেছে। দুই-মুখী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে বায়ুসেনা তার যুদ্ধপ্রস্তুতি ও সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় সড়কের উপর জরুরি অবতরণ সুবিধা নির্মাণের কাজ দ্রুততর করা হয়েছে।

বর্তমানে সারা দেশে মোট ২৮টি জরুরি অবতরণ সুবিধা প্রস্তুত হয়েছে। এর মধ্যে অসমে ৫টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪টি, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে প্রথম নিপা ভাইরাসে মৃত্যু, নার্সের প্রয়াণে উদ্বেগ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক নার্সের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের একটি হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ওই নার্স বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

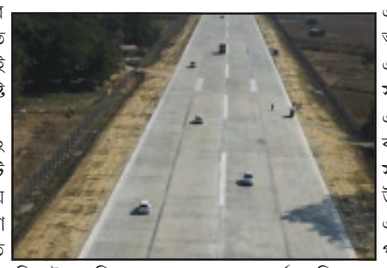

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নার্সের ফুসফুসে 'সেকেন্ডারি ইনফেকশন' দেখা দিয়েছিল। একই হাসপাতালে নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত আরও এক নার্স বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুই নার্স ছাড়া রাজ্যে নতুন করে আর কোনও নিপাহ আক্রান্তের খবর মেলেনি। আক্রান্তদের সংস্পর্শে কারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'বন্‌ধের রাজনীতি এখন আর চলে না' ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে ঘিরে রাজ্যের কোথাও প্রভাব পড়েনি বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। তাঁর কথায়, বনধের রাজনীতি এখন আর চলে না। রাজ্যে জনজীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে।

আজ ধর্মঘট প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিন রাজ্যের কোনও জেলাতেই বনধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাজার-দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে খোলা ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাম দলগুলিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বনধের ডাক দিতে দিতে বামেরা সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলেছে, অথচ নিজেরা বহাল তবিয়তেই থেকেছে। খেটে খাওয়া মানুষের কথা বললেও আদতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থই দেখেছে।

তাঁর অভিযোগ, বাম শাসনামলে রাজ্যের বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়েছিল। ত্রিপুরায় একসময় প্রচুর কারখানা ছিল, সেগুলি কমিউনিস্টরাই বন্ধ করেছে বলে দাবি করেন তিনি। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বাম সরকার গরিব ও জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। বামেরা গরীবদেরকে গরীবই বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসল অর্থে গরিবদের কথা চিন্তা করেছেন। জনজাতিদের চিন্তা করেনি কমিউনিস্টরা, বর্তমান বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একের পর এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বামেরা আর মানুষকে বিভ্রান্ত করে বোকা বানাতে পারবে না। পুরনো রাজনৈতিক কৌশল এখন আর জনগণ গ্রহণ করছে না। সব মিলিয়ে দেশব্যাপী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

জাগরণ আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
৩০ মাঘ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাড়িতেছে বিনিয়োগ জালিয়াতি

দেশজুড়িয়া বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িতেছে। সাইবারক্রাইম ইউনিটগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, অসংখ্য মানুষ অত্যাধুনিক অনলাইন প্রতারণার শিকার হইতেছেন। গত কয়েক মাসে কিছু বড় ঘটনা সামনে আসিয়াছে। এগুলো দেখাইয়া দিতেছে যে কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি মানুষকে ভুয়ো ট্রেডিং স্কিমে বিনিয়োগের নামে ঠকাইতে ব্যবহৃত হইতেছে।হায়দরাবাদের দুই চিকিৎসক এমনই এক প্রতারণার শিকার হইয়াছেন। পেশাদার একটি স্টক-ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিতে রাজি হইয়া তাঁহারা ২.৫ কোটি টাকার বেশি খুয়াইছেন। ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপন এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে এই অ্যাপটির ব্যাপক প্রচার চালানো হইয়াছিল। অ্যাপটিতে ভুয়া ড্যাশবোর্ড দেখানো হইতো, যেখানে নিশ্চিত লাভের মিথ্যা চিত্র তুলিয়া ধরা হইতো।প্রথমে সবকিছু ঠিকঠাক চলিলেও, যখন ডাক্তাররা তাহাদের পুঁজি তোলার চেষ্টা করেন, তখন প্ল্যাটফর্মটি তাহাদের কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে। সেই অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহাদের অ্যাকাউন্টের অ্যাকসেস সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এরপর তাহারা সাইবার ক্রাইম পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তখন অর্থের গতিপথ অনুসরণ করে অ্যাপটির অপারেটরদের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর তদন্ত শুরু করে।ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার এর তথ্য অনুযায়ী, ভারত জুড়িয়া বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি ভয়াবহ রূপ নিয়াছে। মাত্র ছয় মাসে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ এর শিকার হইয়াছেন এবং মোট ১,৫০০ কোটি টাকারও বেশি খুয়াইয়াছেন। এর মধ্যে বেঙ্গালুরু, দিল্লি-এনসিআর এবং হায়দরাবাদের মতো জনবহুল শহরগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

এই ধরনের কেলেঙ্কারি প্রায়শই হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে অপ্রত্যাশিত বার্তা দিয়া শুরু হয়, যেখানে উচ্চ এবং নিশ্চিত লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আজকাল, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করিয়া তৈরি বিভিন্ন ডিপফেক ভিডিও ফেসবুক/ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপনে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এগুলি নাগরিকদের উচ্চ-লাভের সরকারি স্কিম বা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের নামে ভুয়ো অ্যাপ ডাউনলোড করিতে উৎসাহিত করে।

প্রতারকরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথমে তারা স্ক্রিনশট, মনগড়া প্রশংসাপত্র বা ছোট অঙ্কের টাকা তোলার সুযোগ দিয়া বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস অর্জন করে। এরপর পেশাদার দেখিতে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করিয়া ভুয়ো লাভ দেখাইয়া আসল মুনাফার মিথ্যা ধারণা তৈরি করে। একবার বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে, তাহারা আরও বেশি লাভের মিথ্যা দাবি করে বিনিয়োগকারীদের অতিরিক্ত অর্থ জমা দিতে প্রলুব্ধ করে। এরপর, বড় অঙ্কের টাকা সংগ্রহ হয়ে গেলে, প্রতারকরা হঠাৎ করিয়াই অর্থ তোলা বন্ধ করিয়া দেয় এবং সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এসব অপারেশন শেল কোম্পানি, ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট ব্যবহার করিয়া তাহাদের আসল পরিচয় গোপন রাখে।ডিজিটাল বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সংস্থাগুলি এই অপরাধ চক্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করিয়াছে।

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় অভিযানে, সাইবারক্রাইম শাখাগুলি প্রতারণামূলক ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশন, চাকরির কেলেঙ্কারি এবং ক্রিপ্টো-বিনিয়োগ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে। এই অভিযানগুলির ফলে ডেটা সার্ভার, মোবাইল ডিভাইস এবং ব্যাঙ্ক রেকর্ড উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে, যাহা ভুক্তভোগীদের ঠকাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এই কেলেঙ্কারি থেকে প্রাপ্ত অর্থের তছরুপ নিয়াও বিভিন্ন তদন্ত শুরু করিয়াছে।অনেক ক্ষেত্রে, ইডি কর্মকর্তারা দেখিয়াছেন যে প্রতারকরা শেল সত্তা এবং বিদেশের লেনদেনের মাধ্যমে অত্যন্ত জটিল রুট তৈরি করিয়াছে অর্থ সরানোর জন্য। তবে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করিয়া এবং সম্পত্তি সংযুক্ত করিয়া, এজেন্সিগুলি কিছু ভুক্তভোগীর জন্য আংশিক অর্থ ফেরত নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহা একটি বড় সাফল্য।

নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিও তাহাদের সতর্কতা আরও বাড়াইয়াছে। নাগরিকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক।কীভাবে সুরক্ষিত থাকিবেন? বিশেষজ্ঞ এবং কর্তৃপক্ষরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় সতর্কতা মানিয়া চলিবার পরামর্শ দেন।প্রথমত, বিনিয়োগের প্ল্যাটফর্ম যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি। সর্বদা পরীক্ষা করুন যে কোনও বিনিয়োগ অ্যাপ বা উপদেষ্টা সেবি বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে রেজিস্টার্ড কিনা।দ্বিতীয়ত, নিশ্চিত লাভের বিষয়ে সতর্ক থাকুন: কোনও বৈধ বিনিয়োগেই নিশ্চিত লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না।তৃতীয়ত, চাপ সৃষ্টি করা কৌশল এড়াইয়া চলুন। প্রতারকরা প্রায়শই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চাপ দেয় --- কিন্তু বৈধ প্রতিষ্ঠান কখনই এমনটা করে না।চতুর্থত, সোশ্যাল মিডিয়ার রেফারেল বিশ্বাস করিবেন না: হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টেলিগ্রাম বা ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা লিঙ্কগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখুন।পঞ্চমত, দ্রুত রিপোর্ট করুন। সাইবার ক্রাইম পোর্টালে বা স্থানীয় পুলিশে দ্রুত রিপোর্ট করা তহবিল পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাকে অনেক বাড়াইয়া তোলে।

ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি যত দ্রুত প্রসারিত হইতেছে বিনিয়োগের সুযোগও তত বাড়িতেছে — তবে ঝুঁকিও সমানভাবে বাড়িতেছে। যদিও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তাহাদের অভিযান জোরদার করিতেছে, বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়া বলিয়াছেন যে ক্রমবর্ধমান জটিল আর্থিক পরিস্থিতিতে নাগরিকদের জন্য সচেতনতা এবং সতর্কতা সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা।

ক্ষমতায়ন, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং মর্যাদা: ভারতের ডিজিটাল পাবলিক পরিমন্ডলে সিন্থেটিক মিডিয়া পরিচালনা

এস কৃষ্ণাণ

ভারতের ডিজিটাল জনসমাগম এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি, বিশেষ করে অডিও, ভিজ্যুয়াল এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট তৈরি এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে, তথ্য তৈরি, ব্যবহার এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে পরিবর্তন এনেছে। যদিও এই প্রযুক্তিগুলি প্রকাশ, সৃজনশীলতা এবং অযাক্সেসযোগ্যতাব সম্ভাবনাগুলিকে প্রসারিত করে, তারা নতুন ঝুঁকিও তৈরি করে যা সরাসরি ব্যক্তিগত মর্যাদা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের উপর প্রভাব ফেলে।

কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্যের দ্বারা সৃষ্ট স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকৃতি দিয়ে, ভারত সরকার ডিজিটাল মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণকারী আইনি এবং নীতিগত স্থাপত্যকে শক্তিশালী করেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ইন্ডিয়াএআই মিশনের অধীনে প্রকাশিত ইন্ডিয়া এআই গভর্নেন্স নির্দেশিকা, ২০২৫ এর পাশাপাশি পড়া তথ্য প্রযুক্তি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া নীতিশাস্ত্র কোড) বিধি, ২০২১ এর সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলি একটি সুসংগত এবং ক্যালিব্রেটেড পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটায়: দায়িত্বশীল এআই গ্রহণের জন্য নীতিগত নীতি দ্বারা সমর্থিত সুনির্দিষ্ট ক্ষতি মোকাবেলায় বাধ্যতামূলক আইনি বাধ্যবাধকতা।

একসাথে, এই উপকরণগুলি, স্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যাপক পরামর্শের ফলাফল, একটি স্পষ্ট নিয়ন্ত্রক অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দেয় - প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অবশ্যই এমন একটি কাঠামোর মধ্যে এগিয়ে যেতে হবে যা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করে।

সিন্থেটিক মিডিয়া ঝুঁকির জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিক্রিয়া

সংশোধিত মধ্যস্থতাকারী বিধিগুলি প্রথমবারের মতো 'সিন্থেটিকভাবে তৈরি তথ্য' এর একটি সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকরী সংজ্ঞা প্রবর্তন করে। সংজ্ঞাটি সাবধানে ক্যালিব্রেট করা হয়েছে। এটি এমন বিষয়বস্তু ধারণ করে যা কৃত্রিমভাবে বা অ্যালগরিদম কিভাবে তৈরি বা পরিবর্তিত হয় যা বাস্তবতা থেকে খাঁটি বা আলাদা করা যায় না বলে মনে হয়, যখন প্রযুক্তিগত সম্পাদনা, অ্যাক্সেসিবিলিটি বরধন, শিক্ষামূলক বা গবেষণা উপাদানন এবং বৈধ সৃজনশীল ব্যবহারের মতো রুটিন, সৎ বিশ্বাসের কার্যকলাপগুলিকে স্পষ্টভাবে বাদ দেয়।

এই সংজ্ঞাগত স্পষ্টতা একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভূমিকা পালন করে। যথাযথ পরিশ্রম, অভিযোগ প্রতিকার এবং মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্বের উদ্দেশ্যে 'তথ্য' এর আওতায় স্পষ্টভাবে কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্যকে আনার মাধ্যমে, বিধিগুলি নিশ্চিত করে যে ডিজিটাল ক্ষতির উদীয়মান রূপগুলি অনানুষ্ঠানিক সংযম অনুশীলনের উপর ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে বিদ্যমান বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যেই সমাধান করা হয়। একইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হল এই স্পষ্ট ব্যাখ্যা যে, স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম বা অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা গৃহীত সৎ বিশ্বাসের পদক্ষেপগুলি আইনগত সুরক্ষাকে ক্ষুণ করে না। এটি জবাবদিহিতা বজায় রেখে একটি সম্মতি-সক্ষম পরিবেশকে শক্তিশালী করে।

লেবেলিং, উৎপত্তি এবং পূর্ববর্তী সুরক্ষা

সংশোধিত কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল প্রতিক্রিয়াশীল সংযম থেকে পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থায় স্থানান্তর। কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন তথ্য তৈরি বা প্রচারকে সক্ষম বা সহজতরকারী মধ্যস্থতাকারীদের এখন তৈরি বা প্রচারের সময় বেআইনি সামগ্রীর প্রচলন রোধ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত এবং উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

যেখানে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সামগ্রী বৈধ, সেখানে বিধিগুলি স্পষ্ট এবং বিশিষ্ট লেবেলিং বাধ্যতামূলক করে, যা স্থায়ী মেটাডেটা বা অন্যান্য উৎপত্তি প্রক্রিয়া দ্বারা সমর্থিত, যতদূর সম্ভব। এই ধরনের লেবেল বা শনাক্তকারীর পরিবর্তন, দমন বা অপসারণ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

এই প্রযুক্তি-আইনি পদ্ধতিটি একটি সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রক বোঝাপড়া প্রতিফলিত করে। ক্ষতি হওয়ার পরে কেবল অপসারণের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, কাঠামোটি স্বচ্ছতাকে মর্যাদা এবং বিশ্বাসের সুরক্ষা হিসাবে বিবেচনা করে। নাগরিকরা কেবল প্রতিকারের মাধ্যমেই নয়, বাস্তব সময়ে খাঁটি সামগ্রী থেকে সিন্থেটিক সামগ্রী আলাদা করার ক্ষমতার মাধ্যমেও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এটি নাগরিকদের জানার অধিকারের স্বীকৃতি।

সংশোধিত মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকাগুলিতে মধ্যস্থতাকারীদের তাদের অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং অ-সম্মতির পরিণতি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের মাঝে মাঝে এবং স্পষ্টভাবে অবহিত করার জন্য, সহজলভ্য ভাষা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য বর্ধিত দায়িত্ব

উল্লেখযোগ্য সোশ্যাল মিডিয়া মধ্যস্থতাকারীদের জন্য, নিয়ন্ত্রক কাঠামো স্কেল এবং প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এই ধরণের প্ল্যাটফর্মগুলিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি সামগ্রী সম্পর্কে ব্যবহারকারীর ঘোষণা গ্রহণ করতে হবে, সেই ঘোষণাগুলির যথার্থতা মূল্যায়নের জন্য আনুপাতিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্য যথাযথ সনাক্তকরণ ছাড়া প্রকাশিত না হয়।

এই প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে নিয়ম অনুসারে যথাযথ পরিশ্রমের ত্রুটি দেখা দিতে পারে, যার সাথে সম্পর্কিত আইনী পরিণতি হতে পারে। এই পদ্ধতিটি দায়িত্বের একটি ক্যালিব্রেটেড বরাদ্দকে প্রতিফলিত করে, স্বীকৃতি দেয় যে বৃহত্তর পদ্ধতিগত প্রভাবযুক্ত প্ল্যাটফর্মগুলিকে উচ্চতর শাসন বাধ্যবাধকতা বহন করতে হবে।

দায়িত্বশীল এআই গ্রহণের জন্য নীতি নির্দেশিকা

এই প্রয়োগযোগ্য আইনি নিয়মগুলির পরিপূরক, ভারত এআই শাসন নির্দেশিকা, ২০২৫ দায়িত্বশীল, নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্ত এআই গ্রহণের জন্য একটি নীতি কাঠামো স্পষ্ট করে। নির্দেশিকাগুলি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মানব-কেন্দ্রিক নকশা এবং ঝুঁকি সচেতনতার উপর জোর দেয়, যদিও স্পষ্টতই বিদ্যমান আইনের সীমানার মধ্যে কাজ করে।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, নির্দেশিকাগুলি তথ্যপ্রযুক্তি আইন বা মধ্যস্থতাকারী বিধির অধীনে বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতাগুলিকে স্থানচ্যুত করে না। বরং, তারা ডেভেলপার, স্থাপনকারী এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিকনির্দেশনামূলক নির্দেশনা প্রদান করে, এই প্রত্যাশাকে আরও জোরদার করে যে এআই সিস্টেমগুলি, বিশেষ করে যারা কৃত্রিম বিষয়বস্তু তৈরি করতে সক্ষম, তাদের সামাজিক প্রভাব এবং জনসাধারণের আস্থার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে ডিজাইন এবং স্থাপন করা উচিত।

আইনগত দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধান

উদীয়মান প্রযুক্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সাংবিধানিক বৈধতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যদিও বর্তমান কাঠামোটি ক্যালিব্রেটেড নিয়ম-প্রণয়ন এবং নীতি নির্দেশনার উপর নির্ভর করে, সংসদ জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বাস্তবতার প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আইনী দক্ষতা বজায় রাখে। এটি নিয়ন্ত্রক অতিরিক্ত দাবি নয়, বরং গণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধানের পুনর্নিশ্চয়তা - নিশ্চিত করে যে উদ্ভাবন সাংবিধানিক মূল্যবোধ, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার সুরক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। অতএব, বিদ্যমান কাঠামো নিয়ন্ত্রক চূড়ান্ততা নয়, বরং নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতি প্রতিফলিত করে: অভিযোজিত, আনুপাতিক এবং দৃঢ়ভাবে আইনের শাসনের উপর ভিত্তি করে।

নাগরিক-কেন্দ্রিক ডিজিটাল গভর্নেন্স মডেল

ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ধারাবাহিকভাবে কঠোর বা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলেছে। পরিবর্তে, এটি নীতি-ভিত্তিক এবং আনুপাতিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে যা ব্যাপক পরামর্শের উপর ভিত্তি করে তৈরি যা উদ্ভাবন সংরক্ষণ করে এবং অধিকার রক্ষা করে। সিন্থেটিক মিডিয়ার জন্য বিকশিত কাঠামো এই পদ্ধতির উদাহরণ দেয়। সংজ্ঞাগত নির্ভুলতা, পূর্ববর্তী সুরক্ষা, বাধ্যতামূলক স্বচ্ছতা, সময়-সীমাবদ্ধ প্রতিকার, আপিল তদারকি এবং দায়িত্বশীল এআই-এর জন্য নীতি নির্দেশিকা একত্রিত করে, ভারত তার ডিজিটাল জনসাধারণের ক্ষেত্রে আস্থা জোরদার করছে।

সিন্থেটিক মিডিয়ার দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জটি শেষ পর্যন্ত আস্থার একটি, প্রযুক্তি অধিকারকে ছাড়িয়ে যাবে না, প্ল্যাটফর্মগুলি জবাবদিহিতা বজায় রাখবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকদের ক্ষতির কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ক্ষমতায়ন, নকশা দ্বারা স্বচ্ছতা এম্বেড করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি জোরদার করা প্রতিযোগিতামূলক উদ্দেশ্য নয়। এগুলি একটি স্থিতিস্থাপক ডিজিটাল গণতন্ত্রের ভিত্তি।

এই নীতিগুলিতে স্থিত, সিন্থেটিক মিডিয়ার প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া কেবল একটি দেশীয় শাসন সমাধানই নয়, বরং একটি এআই-মধ্যস্থ বিশ্বে গণতান্ত্রিক, অধিকার-সম্মানকারী নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক মডেলও প্রদান করে।

(লেখক সচিব, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (MeitY), ভারত সরকার)

বিকশিত ভারতের পথে উৎপাদন ক্ষেত্রে অগ্রগতি

মূল বিষয়সমূহ

* ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের ক্ট১-এ ৭.৭২% এবং ক্ট২-এ ৯.১৩% GVA বা মোট মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে।
* মধ্যম ও উচ্চ-প্রযুক্তির শিল্পসমূহ ভারতের উৎপাদন মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ৪৬.তু অবদান রেখেছে।
* কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ সাতটি কৌশলগত ও অগ্রবর্তী ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্প্রসারণে জোর দিয়েছে।
* সামুদ্রিক পণ্য থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, জুতো থেকে বিমান উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্যের ইনপুটে মৌলিক শুল্কে ছাড় প্রদান করা হয়েছে।
* কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ ১০,০০০ কোটি টাকার SME গ্রোথ ফান্ড এবং আত্মনির্ভর ভারত ফান্ডে ২,০০০ কোটি টাকার টপ-আপের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন MSME তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

ভূমিকা ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬---২৭ বিনিয়োগ সংক্রান্ত উৎসাহ, উদ্ভাবন সহায়তা, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং শিল্প ব্যবস্থার সশক্তিকরণের মাধ্যমে এই রূপান্তরকে আরও তরান্বিত করেছে।

ভারতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মদক্ষতা

২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে শিল্পক্ষেত্রে GVA বা মোট মূল্য সংযোজন ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; উৎপাদন GVA Q1-এ ৭.৭২ শতাংশ এবং Q2-এ ৯.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫-এ শিল্প উৎপাদন সূচক ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বৈদ্যুতিন, মোটরযান ও পরিবহন সরঞ্জাম ক্ষেত্রের কর্মসম্পাদনের ফলে সম্ভবপর হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৬-এ PMI ৫৫.৪ হয়েছে, যা ধারাবাহিক সম্প্রসারণকে নির্দেশ করে।

RBI-এর শিল্প প্রত্যাশা সমীক্ষা Q2 FY26-এ ব্যবসার পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যয়ের চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। প্রস্তুতকারকরা FY26-এর Q3 ও Q4 এবং FY27-এর Q1 পর্যন্ত চাহিদা বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন।

মূল ক্ষেত্রগুলির সহায়তায় শিল্প সম্প্রসারণ

তথ্য প্রযুক্তি প্রধান শিল্প সূচক ডিসেম্বর ২০২৫-এ ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিমেন্ট (৪৫৩ মিলিয়ন টন), ইস্পাত (১১.৭ শতাউংশ বৃদ্ধির হার), কয়লা (১, ০৪৭.৫২ মিলিয়ন টন) এবং রাসায়নিক ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রের স্থিতিশীল চাহিদার প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি

মধ্যম ও উচ্চ-প্রযুক্তির শিল্পসমূহ উৎপাদন মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ৪৬.৩ শতাংশ অবদান রেখেছে। ২০২৩ সালে ভারত প্রতিযোগিতামূলক শিল্প কর্মদক্ষতা সূচকে ৩৭তম স্থানে উন্নীত হয়েছে।

২০২৫-এর এপ্রিল---ডিসেম্বর সময়কালে রপ্তানি ৬৩৪.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

MSME-র ভূমিকা

MSME বা অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র উৎপাদনের ৩৫.৪ শতাংশ, রপ্তানির ৪৮.৫৮ শতাংশএবং জিডিপির ৩১.১ শতাংশ অবদান রেখেছে। মোট ৩২.৮২ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান এই ক্ষেত্রের মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয়েছে।

বাজেট ২০২৬---২৭: প্রধান উদ্যোগসমূহ

বায়োফার্মা শক্তি (১০,০০০ কোটি), সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০, কেমিক্যাল পার্ক বা রসায়ন বিষয়ক উদ্যান, ECMS-এ ৪০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ, রেয়ার আর্থ করিডর, কন্টেইনার উৎপাদন (১০,০০০ কোটি), বস্ত্র ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, স্পোর্টস গুডস, হাই-টেক টুল রুম এবং CIE প্রকল্প- সহ সাতটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সংস্কার

উৎপাদন-বান্ধব কর ও শুল্ক সংস্কারের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়, শুল্ক স্থগিত সংক্রান্ত সুবিধা, রপ্তানিকারকদের জন্য শুল্কমুক্ত আমদানির সীমা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন উৎপাদন যোগানে মৌলিক শুল্ক ছাড় দেওয়া। SEZ ও রপ্তানি ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সরলীকরণের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারি উদ্যোগসমূহ

পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI) বা কর্মসম্পাদন সংযুক্ত উৎসাহ ভাতা

মোট ১৪টি ক্ষেত্রে PLI কর্মসূচির মাধ্যমে স্মার্টফোন উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে, ২.৬৩ লক্ষ কোটি টাকার ওষুধ সংক্রান্ত সামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে এবং অটোমোবাইল ক্ষেত্রে ৩৫,৬৫৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে, যার ফলে, প্রায় ৪৯,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় উৎপাদন সংক্রান্ত মিশন ২০৩৫ সালের মধ্যে জিডিপিতে উৎপাদনের অংশ ২৫ শতাংশ , ১৪.৩ কোটি কর্মসংস্থান এবং ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিনিয়োগে গতি

মোট স্থায়ী মূলধন গঠন বা GFCF জিডিপির ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা H1 FY26-এ ৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি মূলধনী ব্যয় ১১.২১ লক্ষ কোটি টাকা এবং বেসরকারি কর্পোরেট বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা ১৪.৬ লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ

অনুসন্ধান জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন বা ANRF, ১ লক্ষ কোটি টাকার RDI বা গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত তহবিল এবং ২ লক্ষের বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ উৎপাদন ক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়িয়েছে। ২০২৫ সালে গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে ভারত ৩৮তম স্থানে রয়েছে।

পরিকাঠামো ও লজিস্টিক সংক্রান্ত সংস্কার

পিএম গতি শক্তি ১,৭০০-র বেশি ডেটা স্তর একত্রিত করেছে। ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসি ও ULIP ৪৪টি সিস্টেম সংযুক্ত করেছে। ধোলেরা ও গ্রেটার নয়ডার মতো শিল্প করিডরে ২.০২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগে নতুন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

উপসংহার

নীতিগত সংস্কার, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, উদ্ভাবন ক্ষেত্রে অর্থের ব্যবস্থা করা, MSME শক্তিশালী করা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬---২৭ উৎপাদন ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতামূলক ও আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

রাজস্থানের গণেশ্বর তীর্থধামে বিস্ফোরণ, চাঞ্চল্য; তদন্ত শুরু

জয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : রাজস্থানের সিকার জেলার গণেশ্বর তীর্থধামে বৃহস্পতিবার একটি স্যুটকেস বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মন্দির চত্বরে অবস্থিত একটি পুকুরে ছুড়ে ফেলা স্যুটকেসে বিস্ফোরণ ঘটলে উপস্থিত ভক্ত, কর্মী ও দর্শনার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুই অজ্ঞাতপরিচয় যুবক একটি স্যুটকেস নিয়ে ধর্মীয় কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে এবং বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ আগে সেটি পুকুরে ছুড়ে ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলের কাছে তখন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ চলছিল।

নির্মাণকর্মী সুরেশ গুর্জর জানান, বিস্ফোরণের তীব্রতায় স্যুটকেসটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ধ্বংসাবশেষ পুকুরের দেওয়ালে আঘাত করে ক্ষতি সাধন করে এবং বিস্ফোরণের অভিঘাতে পুকুরের জল ছিটকে বাইরে চলে আসে। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের শব্দ অত্যন্ত জোরালো ছিল। সবাই আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াতে শুরু করেন।

ঘটনার পরপরই সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা ও অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শী ও মন্দির কর্মীদের বয়ান রেকর্ড করেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অল্প সময়ের জন্য পুরো তীর্থধাম কমপ্লেক্স খালি করে দেওয়া হয়। বিস্ফোরণের পর মন্দির চত্বরে বিপুল জনসমাগম হওয়ায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধর্মীয় কমপ্লেক্স ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করতে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে এবং মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে লজিস্টিক নীতি সমন্বয় : পিএম গতিশক্তির পরিকল্পনার মাধ্যমে কৌশলগত এগিয়ে চলা

নয়াদিল্লি: শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিভাগ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, দেশের লজিস্টিক খাতের সমন্বিত উন্নয়নের দায়িত্বে নিযুক্ত। ডিপিআইআইটি-এর তথ্যানুসারে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে লজিস্টিক উদ্যোগগুলোকে সংযোগ, বাণিজ্য ও শিল্প নীতির সঙ্গে মানানসই করতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ব্যবস্থার আওতায় পিএমগতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান (অক্টোবর ২০২১-এ চালু) কার্যকর।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় জুলাই ২০২৪-এ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লজিস্টিক ইকোসিস্টেম মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। এই কমিটির তৈরি রোডম্যাপ বাস্তবায়নেও MDoNERéŸএর তত্ত্বাবধানে একটি স্টিয়ারিং গ্রুপ মনিটরিং করে, যেখানে ডিপিআইআইটি (লজিস্টিক বিভাগ) এবং সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয় ও আটটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকেন।

বহির্বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট ও নেবারহুড ফার্স নীতি অনুসারে, সরকার মায়ানমারের মাধ্যমে দুটি সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা এশিয়ান বাজারে আরও ভালো প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। এই প্রকল্পগুলো হলো — কালাদান মাল্টি মডেল ট্রানজিট পরিবহন এবং ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিপক্ষীয় মহাসড়ক।

ভারত ও বাংলাদেশে রেল, সড়ক ও অভ্যন্তরীণ জলপথ সংযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য আরও কার্যকর সংযোগ ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কে সহায়তা মিলছে। বাণিজ্য, ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন/ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট অবকাঠামো, এবং বর্ডার হাট সম্পর্কিত যৌথ কাজের দল ও কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ভারত ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সহজ করছে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে লজিস্টিক ও বাণিজ্যিক গেটওয়ে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার রোডম্যাপ বহুমুখী কৌশলের মাধ্যমে এগিয়ে চলছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমন্বিত নীতি পরিকল্পনা, পিএম গতিশক্তি—ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মাল্টিমোডাল সংযোগ, শিল্প ক্লাস্টার, লজিস্টিক পার্ক, সীমান্ত অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর জ্যোস্প্যাটিয়াল মানচিত্রায়ন, এবং সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তব সংযোগ শক্তিশালীকরণ।এই তথ্য লোকসভার প্রশ্নের লিখিত উত্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের রাজ্যমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার প্রদান করেছেন।

সেবা তীর্থ এবং কর্তব্য ভবন ১ ও ২-এর আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ ফেব্রুয়ারী বেলা ১ টা ৩০ মিনিটে সেবা তীর্থ এবং কর্তব্য ভবন ১ ও ২-এর উদ্বোধন করবেন। এরপর সন্ধ্যে ৬টায় সেবা তীর্থে এক অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দেবেন। এই উদ্বোধন ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত করছে। একটি আধুনিক, দক্ষ, সকলের জন্য দায়বদ্ধ নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে সেন্ট্রাল ভিস্তা অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতর ও মন্ত্রকগুলি আলাদা আলাদা ভাবে পরিচালিত হত। সেগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরনো পরিকাঠামো ব্যবহৃত হত। এর ফলে পরিচালনগত ক্ষেত্রে অদক্ষতা এবং সমন্বয়ের অভাব যেমন বোঝা যায়, পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের খরচও বাড়ত। নতুন বাড়িগুলিতে আধুনিক ব্যবস্থাপনা যেমন থাকবে পাশাপাশি এগুলি ভবিষ্যতের চাহিদাপূরণ করতে পারবে।

সেবা তীর্থে প্রধানমন্ত্রীর দফতর, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিবালয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিবালয় থাকবে। অতীতে এগুলি আলাদা আলাদা জায়গায় ছিল। অর্থ, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কর্পোরেট, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার, তথ্য ও সম্প্রচার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, সার ও রসায়ন এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি কর্তব্য ভবন ১ ও ২-এ নিয়ে আসা হবে।

এই দুটি বাড়ি ডিজিটাল পদ্ধতিতে যুক্ত রয়েছে। এখানে জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময়ের ব্যবস্থাপনাও থাকছে। ফলে দক্ষভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা, নাগরিককেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন বাস্তবায়িত হবে, পাশাপাশি কর্মীদের কল্যাণের বিষয়টিও বজায় থাকবে। এই ভবনগুলির নির্মাণে ফোর স্টার গৃহ সংক্রান্ত মান অনুসরণ করা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার ছাড়াও জল সংরক্ষণের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছাড়াও এই বাড়িগুলিতে ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। বাড়িগুলির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে আধিকারিক এবং আগত দর্শনার্থীদের জন্য একটি সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে বাল্যবিবাহ রোধ বিষয়ক সেমিনার অংশগ্রহণ করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায়। ছবি নিজস্ব।

মিজোরামে ৩.৫ কোটি টাকার মরফিন উদ্ধার, গ্রেফতার দুই মাদক পাচারকারী

আইজল, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মিজোরামে আসাম রাইফেলস ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা মূল্যের ৩.৫১৮ কেজি মরফিন উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বুধবার নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে।

এক নিরাপত্তা বাহিনী মুখপাত্র জানান, সাইতুয়াল জেলার অন্তর্গত এনগোপা এলাকায় মাদক পাচারের সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে আসাম রাইফেলস, রাজ্য পুলিশ এবং সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (এসআইবি) যৌথভাবে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৩.৫১৮ কেজি মরফিন উদ্ধার করে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যটি কাসিম ও মুকিম আলি নামে দুই ব্যক্তি পাচার করছিলেন। ধৃত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধারকৃত মাদক এবং ব্যবহৃত গাড়িসহ পরবর্তী তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সাফল্য মিজোরামে চোরাচালান ও মাদকবিরোধী লড়াইয়ে আসাম রাইফেলসের অটল অঙ্গীকারেরই প্রমাণ।

উল্লেখ্য, মিজোরামের সঙ্গে মিয়ানমারের ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ৩১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গম পাহাড়ি সীমান্ত রয়েছে, যা আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের ঝুঁকি বাড়ায়। মিয়ানমারের চিন রাজ্য মাদক, বিদেশি পণ্য, বন্যপ্রাণী, মিয়ানমারের সুপারি সহ বিভিন্ন চোরাই পণ্যের পাচারের অন্যতম কেন্দ্র। চামফাই, সিয়াহা, লাংতলাই, হ্নাথিয়াল, সাইতুয়াল এবং সারচিপ, এই ছয়টি জেলার মাধ্যমে এসব পাচার কার্যক্রম সংঘটিত হয়।

মিয়ানমার ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামএই চার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সঙ্গে ১,৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। ফলে হেরোইন ও মেথামফেটামিন ট্যাবলেটসহ বিভিন্ন মাদক ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা একাধিকবার যুবসমাজসহ সকল স্তরের মানুষকে মাদক থেকে দূরে থাকার এবং মাদকবিরোধী লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চার মাসব্যাপী বিশেষ অভিযান চালায় মিজোরাম সরকার, যার লক্ষ্য ছিল রাজ্যের বাইরে, বিশেষত মিয়ানমার থেকে মাদক পাচার রোধ করা। রাজ্য পুলিশ, আবগারি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এবং বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশন (ওয়াইএমএ)-এর সমন্বয়ে ওই অভিযান পরিচালিত হয় এবং পাশাপাশি সচেতনতামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়।

পাটনা সিভিল কোর্টে ফের বোমা হামলার হুমকি, চরম সতর্কতা জারি

পাটনা, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বিহারের রাজধানী পাটনায় বৃহস্পতিবার সকালে ফের বোমা হামলার হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পাটনা সিভিল কোর্টে সাম্প্রতিক সময়ে এটি সপ্তম বোমা হুমকি এবং গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় ঘটনা বলে জানা গেছে।

সকালে আদালত চত্বরের রেজিস্ট্রারের ফোনে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি কল করে পুরো সিভিল কোর্ট কমপ্লেক্স উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় বলে সূত্রের খবর। হুমকিদাতা নাকি জানায়, এবার পুরো ভবন ধ্বংস করা হবে। এর পরেই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। জেলা পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। বোম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড এবং বোমা শনাক্তকরণ দল আদালত চত্বরের প্রতিটি অংশে তল্লাশি চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রশাসন আদালত চত্বর খালি করে দেয়, প্রধান প্রবেশদ্বার সিল করে দেওয়া হয় এবং প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। আদালতের ভেতর ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের কঠোর তল্লাশি করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, সকালে আদালতের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। তবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র মিললে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হতে পারে বলে ভাবা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, স্বতন্ত্র পূর্ণিয়া সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদবের জামিনের শুনানি বৃহস্পতিবার পাটনা সিভিল কোর্টে নির্ধারিত রয়েছে। বুধবারও তাঁর জামিনের শুনানি তালিকাভুক্ত ছিল, কিন্তু একই ধরনের বোমা হুমকির কারণে তা স্থগিত করতে হয়। ফলে বিচারপ্রক্রিয়া বারবার ব্যাহত হওয়া নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আরজেডি বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের পুনরাবৃত্ত হুমকি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

বিধায়কের অভিযোগ, এর পেছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, বিচারব্যবস্থার ওপর বারবার হুমকি জনআস্থা ও আইনের শাসনকে দুর্বল করে দেয়।

ভারত বনধে স্তব্ধ কেরল বিপর্যস্ত জনজীবন ও জীবিকা

তিরুবনন্তপুরম, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : কেন্দ্রের চারটি নতুন শ্রম কোড ও সংশ্লিষ্ট আইন বাতিলের দাবিতে ডাকা ২৪ ঘণ্টার দেশব্যাপী 'ভারত বনধ'-এর জেরে বৃহস্পতিবার কার্যত অচল হয়ে পড়েছে কেরল। রাজ্যজুড়ে দোকানপাট, বাজার, অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় জনজীবন ও জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

ভোর থেকেই বনধের প্রভাব স্পষ্ট হয়। সরকারি ও বেসরকারি বাস রাস্তায় নামেনি, অটোরিকশা ও ট্যাক্সি চলাচল বন্ধ ছিল। অধিকাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শাটার নামিয়ে দেয়। গণপরিবহন ব্যবস্থা স্তব্ধ থাকায় দূরপাল্লার ট্রেন ও আন্তঃরাজ্য বাসে আগত শতাধিক যাত্রী রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালে আটকে পড়েন। গন্তব্যে পৌঁছাতে তাঁদের অনেকেই বেসরকারি গাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে দেখা যায়। এই বনধের সরাসরি প্রভাব পড়ে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ফুটপাতের হকারদের ওপর। তাঁদের অনেকেই একদিনের সম্পূর্ণ রোজগার হারান। আয়োজকরা নির্বাচনের প্রাক্কালে জোরপূর্বক বনধ কার্যকর না করে পথের ধারের ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছায় দোকান বন্ধ রাখার অনুরোধ জানান। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। কিছু এলাকায় ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করলেও যানবাহনের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

ইসরোর বিভিন্ন ইউনিটে কর্মীদের নিয়ে যাওয়া স্টাফ বাসে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং কয়েকটি আইটি ক্যাম্পাসে সীমিত প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়। কেরল হাইকোর্টে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলেছে। সবরিমালা তীর্থযাত্রী ও তিরুভাল্লার কাছে চলমান মারামন কনভেনশনের জন্য বনধ থেকে ছাড় দেওয়া হয়।

যৌথ ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা এই বনধে চারটি শ্রম কোড, খসড়া বীজ বিল, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল এবং প্রস্তাবিত শান্তি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, এমজিএনআরইজিএ পুনর্বহাল এবং 'বিকসিত ভারত-রোজগার গ্যারান্টি ও আজীবিকা মিশন আইন, ২০২৫' বাতিলের দাবিও তোলা হয়েছে। ইউনিয়নগুলির অভিযোগ, এই পদক্ষেপগুলি শ্রমিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রতিবেশী তামিলনাড়ুতে স্বাভাবিক জনজীবন লক্ষ্য করা গেছে, যা কেরলের বনধ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরে। শাসক বামফ্রন্ট ও বিরোধী শিবিরের প্রাক-নির্বাচনী যাত্রা নির্বিঘ্নে চলেছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ভি. শিবানকুট্টিকে নিজের বাসভবন থেকে হেঁটে প্রতিবাদে যোগ দিতে দেখা যায়। তবে সাধারণ কেরলবাসীর কাছে দিনটি পরিণত হয়েছে রোজগারহানি, ব্যবসা স্থবিরতা ও দৈনন্দিন রুটিনে ব্যাঘাতের দিনে পূর্ণ বনধের চেনা আর্থিক মাশুল আবারও সামনে এসেছে।

টাকার বন্যায় আনুগত্যের দেওয়াল ভাঙা যায় না : স্থানীয় নির্বাচনে হারের পর কর্মীদের বার্তা উদ্ধব ঠাকরের

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সাম্প্রতিক স্থানীয় ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটকে কটাক্ষ করে শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, টাকার বন্যা বইলেও আনুগত্যের দেওয়াল ভাঙা যায় না। তিনি দলীয় কর্মীদের হতাশ না হয়ে আগামী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

১২টি জেলা পরিষদ ও ১২৫টি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে শাসক মহাযুতি জোটের প্রাধান্য স্পষ্ট হওয়ার পর নির্বাচিত দলীয় প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠাকরে বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যারা জিতেছেন, তারা কার্যত অলৌকিক সাফল্য দেখিয়েছেন।

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনে পরপর জয়ের পর বিজেপি এই ফলাফলের মাধ্যমে 'হ্যাটট্রিক' সম্পূর্ণ করেছে এবং রাজ্যের এক নম্বর দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। বিপরীতে, মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ) এই নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়েছে। পরাজয় স্বীকার করেও ঠাকরে কর্মীদের মনোবল বাড়িয়ে বলেন, আপনারা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাফল্য অর্জন করেছেন। আজ পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে না থাকলেও ভবিষ্যৎ আমাদেরই। যে সাহস নিয়ে আপনারা এই নির্বাচন লড়েছেন, সেটাই আমাদের প্রকৃত শক্তি।

গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে, যা রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত মহাযুতি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। তবুও ঠাকরের প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত দিচ্ছে যে শিবসেনা (ইউবিটি) নতুন উদ্যমে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কম আসন পেলেও জয়ী প্রার্থীদের দৃঢ়তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, বিরোধীদের "অর্থের বন্যা" তাঁর সমর্থকদের আনুগত্য নষ্ট করতে পারেনি।

২০২৬ সালের গ্রামীণ নির্বাচনকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছিল। লাতুর, সাংলি ও ছত্রপতি সম্ভাজীনগর জেলার মতো এলাকায় বিজেপির সাফল্য তাদের তৃণমূল সংগঠনের শক্তিকে আরও দৃঢ় করেছে। অন্যদিকে, শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা উপকূলীয় অঞ্চলে ভালো ফল করেছে এবং এনসিপি (অজিত পাওয়ার) পশ্চিম মহারাষ্ট্রে নিজেদের ঘাঁটি ধরে রেখেছে। এর আগে বুধবার শিবসেনা (ইউবিটি) জানায়, মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপির 'হ্যাটট্রিক' সাফল্য গ্রামীণ জীবিকা ও গণতান্ত্রিক সততার গভীর সংকটকে আড়াল করছে। দলীয় মুখপত্র 'সামনা'-র সম্পাদকীয়তে ঠাকরে শিবির দাবি করে, গ্রামীণ এলাকায় বিজেপির জয় "স্বাভাবিক" নয়, বরং "চীনা পণ্যের মতো কৃত্রিম"।

সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়, যাদের দলীয় পরিচয় ও প্রতীক নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে, তাদের জয়ের বৈধতা কোথায়? তবুও বেপরোয়াভাবে গুলাল ছিটিয়ে উদযাপন চলছে।

গুলশানে ভোট দিলেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর গুলশান-২ এলাকার গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সকাল প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে তিনি কেন্দ্রে প্রবেশ করেন এবং ভোটদান শেষে প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান। জুবাইদা রহমান ও জাইমাও একই কেন্দ্রে ভোট দেন। জাইমার এটি প্রথম ভোটদান।তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী। গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রটি ওই আসনের অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি তিনি বগুড়া-৬ আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ যদি বাধাহীনভাবে ভোট দিতে পারেন, তবে যেকোনও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা সম্ভব হবে। তিনি জানান, সারাদেশ থেকে এখনও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাননি।তবে গত রাতে কয়েকটি স্থান থেকে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার খবর পেয়েছেন, যা কাম্য নয়।তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাগুলো খুব কার্যকরভাবে মোকাবিলা করেছে, যা ভোর পর্যন্ত টেলিভিশনের পর্দায় আমরা দেখেছি।দলের বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমি আশাবাদী, দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। আমরা জয়ী হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।ভোটকেন্দ্রে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট আব্দুস সালাম এবং অধ্যাপক ফারহাদ হালিম ডোনারসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

সেবা সুশাসন গরীব কল্যাণ কর্মসূচি নিয়ে সিবিসি"র উদ্যোগে কর্মশালা ও প্রদর্শনী

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১১ বছরের সেবা সুশাসন ও গরীব কল্যানে গৃহীত কর্মসূচীগুলো নিয়ে আজ থেকে আগরতলার এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানে দুই দিনের প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়ের অধীন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন(সিবিসি), আগরতলা ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনের প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বিভাস দেব। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডাঃ বিশাল কুমার, এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক ডঃ সুমন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বিভাস দেব বলেন, সমাজের গরীব ও অন্তিম মানুষের কল্যানে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত গত ১১ বছরে যেসব কর্মসূচী গ্রহন করেছে, সেই সব কর্মসূচীগুলো জনগনের কাছে নিয়ে যেতে সিবিসি-র এই ধরনের প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ। সমাজের সকল অংশের কাছেই এই ধরনের কর্মসূচী পৌছানোর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে এই কর্মসূচীগুলো পৌছানো দরকার। তিনি বলেন, গত ১১ বছরে সরকারের কর্মসূচীর ফলে ৮১ কোটি গরীব নাগরিক বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাচ্ছেন, ১৫ কোটি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয় জল পৌঁছেছে, ১২ কোটি পরিবারে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ৬৮ লাখ স্ট্রীট ভেন্ডারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে বৈধভাবে ব্যবসা করতে পারছেন। তিনি বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার যে নয়া শিক্ষা নীতি চালু করেছে তাতে ছাত্র ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছেন। এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজ, স্কুলে ইতিমধ্যেই এই নয়া শিক্ষা নীতি কার্যকর করা হয়েছে। এই শিক্ষা নীতিতে কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থানে বিশ্বব্যপী নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্র ছাত্রীদের উপযুক্ত করে তুলতে এই শিক্ষা নীতি সহায়ক হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষ করে তুলতে নয়া শিক্ষা নীতি কার্যকর ভুমিকা নিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দেশে ১৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, বলেন উপাচার্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডাঃ বিশাল কুমার বলেন, সরকারের নীতি দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে এই ধরনের কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সিবিসি দায়িত্বপূর্ণ ভুমিকা নিচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন বর্তমান যুগ শুধু তথ্য ভিত্তিক নয় ডিজিটাল তথ্য ভিত্তিক।এর অবশ্য কিছু নেতি বাচক দিকও রয়েছে। তবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সমাজের সকলের কল্যানে ব্যবহার করা উচিৎ। সম্মানিত অতিথি এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক ডঃ সুমন্ত চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করায় সিবিসি-কে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ফিল্ড পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী এইচ কে চ্যাঙ। শেষে আসামের করিমগঞ্জের সপ্তর্ষি কলা কেন্দ্রের দ্বারা এক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কর্ণাটকে নেতৃত্বের টানাপোড়েন: '৮০—৯০ বিধায়ক শিবকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী চান', দাবি কংগ্রেস বিধায়কের

রামনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : কর্ণাটকে কংগ্রেসের অন্দরে নেতৃত্বের টানাপোড়েনের মাঝেই দলের বিধায়ক ইকবাল হুসেন দাবি করেছেন, প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জন কংগ্রেস বিধায়ক উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। শিবকুমারের অনুগত হিসেবে পরিচিত হুসেন বলেন, দলের বহু বিধায়কের মতে, দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই ও কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে শিবকুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত।

রামনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শাসনের স্বার্থে এবং আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে শিবকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে আমরা তাঁর জন্য মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবি করছি। কে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার পক্ষে আর কে শিবকুমারের পক্ষে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

তিনি আরও বলেন, সব ১৪০ জন বিধায়কই পরিবর্তনের আশা করছেন। এর মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জন নেতৃত্ব পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছেন। আমরা সকলে শিবকুমারের পাশে আছি।

এদিকে সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়কের বিদেশ সফর নিয়ে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব গুরুত্বসহকারে নজর দিয়েছে। কর্ণাটক কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা নাকি ওই সফরে অংশ নেওয়া বিধায়কদের নাম চেয়েছেন। সূত্রগুলির মতে, রাজ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তনের জল্পনা প্রশমিত করতেই এই বিদেশ সফরের আয়োজন করা হয়েছিল। একই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বিশেষ অধিবেশনের পরই বাজেট প্রস্তুতি বৈঠক শুরু করেন।

অন্যদিকে, নিজের দফতর-সংক্রান্ত একটি বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, পূর্বানুমতি নিয়েই অনুপস্থিত ছিলেন। সুরজেওয়ালা বিদেশ সফরের প্রকৃতি, অংশগ্রহণকারী বিধায়কদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং সফরটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কি না, এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন বলে জানা গেছে। রাজ্যের পশুপালনমন্ত্রী কে. ভেঙ্কটেশ জানান, কয়েকজন নেতা তাঁকেও বিদেশ সফরে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্পষ্ট করেন, এই সফর তাঁর মন্ত্রকের তরফে আয়োজিত নয়। বিধায়কদের বিদেশ সফর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বলেন, এমএলএ ও এমএলসিরা নিজেদের খরচেই বিদেশে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, নেতৃত্ব পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনার মাঝেই রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শিবকুমার জানান, তিনি নয়াদিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর বাসভবন ১০ জনপথে গিয়ে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সময়ই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে, মন্তব্য তাঁর।

১০ জনপথে কাদের সঙ্গে দেখা করেছেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা বা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে শিবকুমার বলেন, আমি ১০ জনপথে গিয়েছি। কাদের সঙ্গে দেখা করেছি বা কেন করেছি, তা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতে আমি রাজি নই। জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যা আলোচনা করার ছিল, করেছি। সেটুকুই।

পাকিস্তানে অবৈধ আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার, রাওয়ালপিন্ডিতে আটক ৫,৪৩৯

ইসলামাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : পাকিস্তানে অবৈধ বিদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করেছে পুলিশ। রাওয়ালপিন্ডির একটি হোল্ডিং সেন্টারে ৫,৪৩৯ জন অবৈধ আফগান নাগরিককে আটক রাখা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে।

গত বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়ার সরকারি সময়সীমা শেষ হওয়ার পর থেকে ওই কেন্দ্র থেকে ১৯ জন নিখোঁজ থাকার খবরও পাওয়া গেছে। দেশের শীর্ষ দৈনিক ডন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফেডারেল রাজধানী অঞ্চলে নথিপত্রবিহীন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালাতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য অবৈধ আফগান নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা।

পুলিশকে প্রতিদিন অবৈধ আফগান নাগরিক, বেআইনি ভাড়াটিয়া, হোটেল ও ট্রাভেল সংক্রান্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নথিভুক্তিকরণে গাফিলতি হলে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে পুলিশ কর্মকর্তাদের।

রাওয়ালপিন্ডিতে টেন্যান্সি আইনের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধেও পৃথক অভিযান শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চোনত্রা, চাকরি, কাহুটা, নাসিরাবাদ, চাকলালা, জাতলি, সদর বারুনি ও কল্লার সাইদান-সহ একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৮ জনকে আটক করা হয়েছে।

সিপিও সাইয়েদ খালিদ মাহমুদ হামদানির নির্দেশে প্রতিদিন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে টেন্যান্সি আইন কার্যকর করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বাড়িওয়ালাদের ভাড়াটিয়াদের তথ্য এবং কর্মচারীদের বিবরণ সংশ্লিষ্ট থানায় নিবন্ধনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে গত মাসে কাবুলের তালিবান প্রশাসন অভিযোগ করেছে, পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান শরণার্থীদের সমস্যার পরিমাণ বাড়ছে। গ্রেপ্তার, হয়রানি ও দুর্ব্যবহারের ঘটনা বেড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পাজওয়াক আফগান নিউজের উদ্ধৃতি দিয়ে তালিবান সরকারের উপ-মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত এক অডিও বার্তায় বলেন, পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের আচরণের ফলে আফগান শরণার্থীরা চরম দুর্ভোগে পড়ছেন।

তিনি জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে শরণার্থী সুরক্ষা নীতিমালা বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং যেখানে শরণার্থী অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে হস্তক্ষেপ করার দাবি তোলেন। আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়া শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা ও পুনর্বাসন সহায়তারও প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত এক বছরে দেশজুড়ে অভিযানের অংশ হিসেবে পাকিস্তান হাজার হাজার আফগান অভিবাসীকে প্রত্যাবাসন করেছে। এই অভিযানে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরাও প্রভাবিত হয়েছেন বলে বিভিন্ন মহলের দাবি।

পাকিস্তানে পিআইএ বেসরকারিকরণে দুর্নীতির অভিযোগের ছায়া

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : কয়েক দশকের লোকসান বন্ধে বড় সংস্কার পদক্ষেপ হিসেবে প্রচার করা হলেও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ)-এর বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির উদাহরণ হয়ে উঠেছে বলে এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

কলম্বোভিত্তিক এশিয়ান নিউজ পোস্ট-এ প্রকাশিত এক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার পিআইএ-র প্রায় ৬৫০ বিলিয়ন পাকিস্তানি টাকা ঐতিহাসিক দায় একটি হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে স্থানান্তর করেছে, যাতে ক্রেতা বিপুল সঞ্চিত লোকসানের বোঝা থেকে মুক্ত থাকে। পরে পরিষ্কার ব্যালান্সশিটযুক্ত অপারেটিং সংস্থাটি আরিফ হাবিব কর্পোরেশনের নেতৃত্বাধীন একটি বেসরকারি কনসোর্টিয়ামের কাছে প্রায় ১৩৫ বিলিয়ন রুপির ঘোষিত মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ১৩৫ বিলিয়নের মধ্যে মাত্র প্রায় ১০ বিলিয়ন টাকা সরাসরি সরকারি কোষাগারে নগদ হিসেবে আসবে, বাকি অর্থ এয়ারলাইন্সের মধ্যেই ইক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করা হবে। ৬৫০ বিলিয়ন টাকা ঋণের বিপরীতে ১০ বিলিয়ন টাকা এককালীন নগদ প্রাপ্তি কার্যত নগণ্য, ফলে সামগ্রিক হিসাবে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থান নেতিবাচকই থেকে যাচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতের লোকসান পূরণ ও পুনঃমূলধনীকরণের বোঝা বহন করেছে সরকারি তহবিল, অথচ বেসরকারি ক্রেতা ঋণমুক্ত সম্পদ হাতে পাচ্ছে, যা সামান্য পরিচালনাগত উন্নতির মাধ্যমেই ভবিষ্যতে লাভজনক হতে পারে। "এটি অতীতের দুর্নীতির সংশোধন নয়; বরং তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ যেখানে শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার খরচ সামাজিক থাকে, আর সংস্কারের সুফল সীমিত কিছু বেসরকারি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, প্রতিবেদনে এমনই মন্তব্য করা হয়েছে।

দীর্ঘ কয়েক দশকে করদাতাদের অর্থে পিআইএ-র বড় বিমানবহর, আন্তর্জাতিক রুট এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিমানবন্দরে মূল্যবান ল্যান্ডিং অধিকার গড়ে উঠেছে। সমালোচকদের মতে, নেটওয়ার্ক প্রভাব, ব্র্যান্ড মূল্য এবং নিয়ন্ত্রক সুবিধা বিবেচনায় নিলে এই সম্পদগুলি প্রতিস্থাপনমূল্যের তুলনায় কম দামে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাষ্ট্র যখন দায়ভার গ্রহণ করে, মূলধন জোগায় এবং পরে কৌশলগত সম্পদ অনুকূল শর্তে বেসরকারি হাতে তুলে দেয়, তখন তা প্রকৃত বাজারমূল্যে বিক্রির বদলে সংস্কারের আড়ালে সম্পদ হস্তান্তরের মতো দেখায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, বর্তমান রূপে পিআইএ-র বেসরকারিকরণ সমস্যার সমাধান নয়, বরং দায় ও সুবিধার পুনর্বণ্টন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অপব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার ফলে সৃষ্ট ৬৫০ বিলিয়ন টাকা ঋণের বোঝা এখনও জনসাধারণকেই বহন করতে হবে। বিনিময়ে তারা পাচ্ছে সীমিত নগদ অর্থ, সংখ্যালঘু শেয়ার এবং এই আশ্বাস যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্র যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সফল হবে যদিও সামগ্রিক শাসন কাঠামোয় বড় ধরনের সংস্কার এখনও হয়নি।

আর্সেনিক দূষণ নিয়ে বিহার বিধানসভায় উত্তপ্ত বিতর্ক, মাঝেমধ্যে হাসির রোল

পাটনা, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : পাটনা জেলার কিছু এলাকায় পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের অভিযোগ ঘিরে বৃহস্পতিবার বিহার বিধানসভায় তুমুল বাকবিতণ্ডা দেখা যায়। তবে উত্তপ্ত বিতর্কের মাঝেই একাধিক হালকা মুহূর্তে হাসির রোলও ওঠে বিধানসভায়।

পাটনার কাছে দানাপুর ও মানের এলাকায় দূষিত জল সরবরাহের অভিযোগ তুলে বিষয়টি উত্থাপন করেন আরজেডি বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিধানসভা এলাকায় আর্সেনিকযুক্ত জল সরবরাহ করা হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি।

জবাবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের (পিএইচইডি) মন্ত্রী সঞ্জয় কুমার সিং জানান, ৯ ফেব্রুয়ারি সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে সংগৃহীত জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যেই রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার পানীয় জলের গুণমান নিয়ে সতর্ক এবং নিয়মিতভাবে নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

তবে মন্ত্রীর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হননি ভাই বীরেন্দ্র। তিনি অভিযোগ করেন, সদনে ভুল তথ্য পেশ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, আমি নিজেই ওই এলাকায় থাকি। এখানে যা পড়া হয়েছে, বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে আলাদা। নতুন করে নমুনা পরীক্ষা এবং দূষণ প্রমাণিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে স্পিকার হালকা সুরে ভাই বীরেন্দ্রকে তাঁর শারীরিক সুস্থতার খোঁজ নিলে কিছুক্ষণ হাসির পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু বিধায়ক ফের জোর দিয়ে বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং তাৎক্ষণিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

পরে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আলোচনায় অংশ নিয়ে ভাই বীরেন্দ্রর রঙিন সোয়েটার প্রসঙ্গে রসিকতা করলে পরিবেশ কিছুটা হালকা হয়। জবাবে ভাই বীরেন্দ্র কটাক্ষ করে বলেন, আপনিই তো এটা আমাকে দিয়েছেন। আগেও দিয়েছেন। ছোট ভাইকে কিছু দিলে ভুলে যান। তাই বলি, সময়মতো ওষুধ খান, না হলে সব ভুলে যাবেন। এতে গোটা বিধানসভায় হাসির রোল পড়ে।

উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রয়োজন হলে তদন্ত করা হবে। তিনিও হালকা সুরে মন্তব্য করেন, এখন আর তেমন ঠান্ডা নেই যে এত ভারী পোশাক পরার দরকার।জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি সামনে এলেও, শেষ পর্যন্ত বিতর্ক কিছুটা হালকা আবহেই মেটে।

শ্রীলঙ্কায় ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর পর পবিত্র দেবনিমোরি বুদ্ধ ধাতু ভারতের প্রত্যাবর্তন

কলম্বো : শ্রীলঙ্কার কলম্বোর শ্রদ্ধেয় গঙ্গারামায়া মন্দিরে সপ্তাহব্যাপী জনসাধারণের প্রদর্শনীর পর আজ পবিত্র দেবনিমোরি বুদ্ধ ধাতু ভারতে ফিরে আসছে।

প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে বিদেশে নেওয়া এই পবিত্র ধাতুগুলি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মঙ্গুভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। প্রতিনিধি দলে অরুণাচল প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী চাউনা মেইন, জ্যেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সরকারি কর্মকর্তারাও উপস্থিত রয়েছেন। শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারের উপস্থিতিতে বান্দারানায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিক বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাতদিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর সময় শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত গঙ্গারামায়া মন্দিরে এসে পবিত্র ধাতুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এক মিলিয়নেরও বেশি ভক্ত এই জনসাধারণের পূজনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যা প্রদর্শনীটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মাইলফলকে পরিণত করে। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এই সময় তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মহামান্য অনুরা কুমারা দিসানায়েকে। শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব এই ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক আয়োজন সম্ভব করে তোলার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারতের পক্ষ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সঙ্ঘভি।

প্রদর্শনীর পাশাপাশি "আনআর্থিং দ্য সেক্রেড পিপরাহওয়া" এবং "সমকালীন ভারতের পবিত্র ধাতু ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা" শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনে ভারত ও শ্রীলঙ্কার অভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং প্রাচীন সভ্যতাগত সম্পর্ক তুলে ধরা হয়।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীলঙ্কায় তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ঘোষণা করেছিলেন। এই আয়োজন ভারত ও শ্রীলঙ্কার শতাব্দীপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ও সভ্যতাগত বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক বৌদ্ধ ঐতিহ্যের রক্ষক হিসেবে ভারতের ভূমিকা এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জনগণের মধ্যে ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ভারতীয় বিশেষ প্রতিনিধি দল গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে পবিত্র দেবনিমোরি বুদ্ধ ধাতু নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এই শুভ উপলক্ষের মাধ্যমে ভারত ও শ্রীলঙ্কার অভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এক ঐতিহাসিক ও আবেগঘন অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।

ভারত বনধে সমর্থন নয়, সংগঠিত বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যবসা: কাইট

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের ডাকা 'ভারত বনধ'-এর মধ্যেও দেশের বাজার খোলা রয়েছে এবং সংগঠিত বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যবসা চলছে বলে জানিয়েছে কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স (কাইট)। কাইটের জাতীয় মহাসচিব প্রবীণ খান্ডেলওয়াল বলেন, দেশজুড়ে সমস্ত বাণিজ্যিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

কোনও বড় জাতীয় ব্যবসায়ী সংগঠন ভারত বনধের ডাক দেয়নি। তাই সারা দেশের সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বাজার, পাইকারি ও খুচরো বিপণি কেন্দ্র সম্পূর্ণ খোলা থাকবে এবং দৈনন্দিন ব্যবসা বিনা বাধায় চলবে, বলেন সাংসদ খান্ডেলওয়াল।

কিছু ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভারত বনধের ডাক দেওয়ার খবর সামনে এসেছে। এ প্রসঙ্গে খান্ডেলওয়াল স্পষ্ট করেন, এই ধরনের ডাকে দেশের বৃহত্তর ব্যবসায়ী সমাজের কোনও সম্পর্ক নেই। সংগঠিত বাণিজ্য ক্ষেত্র এ ধরনের বনধকে সমর্থন করে না।

তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল ব্যবসায়ী সমাজ। ভোক্তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় এবং বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম যাতে অব্যাহত থাকে, সে বিষয়ে ব্যবসায়ীরা সবসময় সচেষ্ট। সাধারণ মানুষকে গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রতি কান না দেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, ধর্মঘটের প্রভাবে একাধিক রাজ্যে সরকারি ব্যাঙ্ক, সরকারি দপ্তর, পরিবহণ পরিষেবা ও বাজার আংশিকভাবে প্রভাবিত হতে পারে বলে জানা গেছে। প্রতিবাদপ্রবণ এলাকায় কিছু স্কুল-কলেজ স্থানীয় পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বন্ধ থাকতে পারে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চের ডাকা এই ধর্মঘটে নতুন শ্রম কোড এবং ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় কৃষক সংগঠনগুলিরও জোরালো সমর্থন রয়েছে। ইউনিয়নগুলি গত বছর ২৯টি শ্রম আইনকে প্রতিস্থাপন করা চারটি শ্রম কোডের বিরোধিতা করছে। পাশাপাশি, এমজিএনআরইজিএ পুনর্বহাল এবং 'বিকসিত ভারত - রোজগার গ্যারান্টি ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) আইন, ২০২৫' বাতিলের দাবিও জানানো হয়েছে।

গুলশানে ভোট দিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোট দেন।

ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, আজ থেকে আমরা প্রতিটি স্তরে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেয়েছি। আজকের দিনটিকে জন্মদিনের মতো উদ্যাপন করি। সবাই উদ্যাপন করুন এবং অবশ্যই ভোট দিন। প্রার্থীদের জন্য ভোট দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। গণভোটও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবাইকে গণভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাই, যাতে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারি।

তিনি আরও বলেন, আজ সারা বাংলাদেশের জন্য আনন্দের দিন। মুক্তির দিন। আমাদের দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি, নতুন স্বপ্নের সূচনা। সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল এবং অন্যান্য ভোটারের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়।

'বোর্ড অব পিস'-এর প্রথম বৈঠকে থাকছে না রাশিয়া

মস্কো, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'বোর্ড অব পিস'-এর প্রথম বৈঠকে অংশ নেবে না রাশিয়া। বৃহস্পতিবার রুশ বিদেশ মন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে রুশ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, রাশিয়া আসন্ন বোর্ড অব পিস বৈঠকে অংশ নেবে না।" তিনি আরও জানান, এই উদ্যোগ সম্পর্কে রাশিয়ার অবস্থান নির্ধারণের কাজ এখনও চলছে। রাশিয়ার সংবাদসংস্থা তাস জানিয়েছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বোর্ড অব পিস'-এর প্রথম বৈঠকের আয়োজন করতে চলেছে। তার আগে মস্কোর এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছিলেন, এই উদ্যোগ নিয়ে মস্কো নিজেদের অবস্থান নির্ধারণের কাজ করছে। তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিম ও পূর্বের বহু দেশ, এমনকি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাও এই প্রস্তাব নিয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, সেই বিষয়টিও রাশিয়া বিবেচনা করছে।

গত ২২ জানুয়ারি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত থাকা রাশিয়ার সম্পদ থেকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার 'বোর্ড অব পিস'-এর জন্য ব্যয় করতে মস্কো প্রস্তুত। এমনকি এই উদ্যোগে অংশ নেবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই এই অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত মাসে দাভোসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'বোর্ড অব পিস' উদ্যোগের সূচনা করেন। গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা, সীমান্তপথ খুলে দেওয়া, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে এই মার্কিন-সমর্থিত পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়। উদ্যোগটির ঘোষণার আগে 'বোর্ড অব পিস'-এর সনদ স্বাক্ষরিত হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ দিন। যুদ্ধ থেকে পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।পরবর্তীতে গাজার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন। তাঁর মন্তব্য, আমি মূলত রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। এখানে সবটাই লোকেশন নিয়ে। সমুদ্রের ধারে এই সুন্দর জায়গাটি বহু মানুষের জন্য অসাধারণ সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।রাশিয়ার অনুপস্থিতিতে প্রথম বৈঠক কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব জোরদারে বৈঠক মার্কিন রাষ্ট্রদূত গর ও বিদেশসচিব মিশ্রির

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর। বৈঠকে সদ্য সম্পন্ন হওয়া ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ গর লেখেন, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ সবসময়ই আনন্দের। ভারত-আমেরিকা অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ায় সামনে অসংখ্য সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।গত সপ্তাহে ভারত ও আমেরিকা পারস্পরিক ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক বাণিজ্যের লক্ষ্যে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামো ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি হোয়াইট হাউস আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, ভারতীয় পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে। এই পদক্ষেপ বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির পথে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়, এই কাঠামো ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) নিয়ে আলোচনার প্রতি উভয় দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে এই আলোচনা শুরু হয়। অন্তর্বর্তী চুক্তির লক্ষ্য দ্রুত ফল প্রদান এবং আরও স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা।

ঘোষণায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে অন্তর্বর্তী চুক্তি আমাদের অংশীদারিত্বে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হবে, যা পারস্পরিক স্বার্থ ও বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্যের প্রতি যৌথ অঙ্গীকার প্রদর্শন করবে।

২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। পরে তিনি ঘোষণা করেন, 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।

এক্স-এ মোদী লেখেন, আমার প্রিয় বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত আনন্দিত। 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্যের উপর শুল্ক ১৮ শতাংশে নামানো হয়েছে, এটি আনন্দের খবর। ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ। বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতি ও বৃহত্তম গণতন্ত্র একসঙ্গে কাজ করলে তা উভয় দেশের মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তির প্রচেষ্টায় ভারত পূর্ণ সমর্থন জানায়। আমাদের অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি।

এই প্রেক্ষাপটে গর ও মিশ্রির বৈঠককে দুই দেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার দিকেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আসন ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেসের 'চাপ' নেই জল্পনা উড়িয়ে দিলেন ডিএমকে নেতা এলাঙ্গোভন

চেন্নাই, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোটে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেসের তরফে কোনও 'অযাচিত চাপ' নেই বলে স্পষ্ট জানালেন ডিএমকের বর্ষীয়ান নেতা টি.কে.এস. এলাঙ্গোভন। জোটের মধ্যে মতভেদের জল্পনাকে তিনি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন।এলাঙ্গোভন জানান, জোটসঙ্গীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আসন ভাগাভাগির আলোচনা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে।এর ফলে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েনের গুঞ্জন কার্যত খারিজ হয়ে গেল।সম্প্রতি বিভিন্ন মহলে খবর রটেছিল, কংগ্রেস জোটে নিজেদের ভূমিকা বাড়াতে চাইছে এবং অন্তত ৪০টি আসনে লড়ার দাবি তুলেছে।যা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়া ২৫টি আসনের তুলনায় অনেক বেশি। সূত্রের দাবি ছিল, গতবারের মতোই বিদ্যমান সমঝোতা বজায় রাখতে আগ্রহী ডিএমকে, কারণ সেই ফর্মুলায় জোট আরামদায়ক জয় পেয়েছিল।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এলাঙ্গোভন বলেন, কেন বলা হচ্ছে যে কংগ্রেস আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছে, আমি জানি না। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কিংবা তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কে. সেলভাপেরুন্তগাই কেউই আমাদের ওপর কোনও চাপ দিচ্ছেন না। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের দাবি সম্ভবত "কিছু ব্যক্তি নিজেদের গুরুত্ব দেখাতে" ছড়াচ্ছেন, যা কংগ্রেস নেতৃত্বের সরকারি অবস্থান নয়।

এলাঙ্গোভন জোর দিয়ে বলেন, প্রতিটি নির্বাচনের আগে জোটসঙ্গীদের মধ্যে আলোচনা একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সেটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, বিজেপিকে পরাজিত করা এবং রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষ জোটকে শক্তিশালী করাই উভয় দলের অভিন্ন লক্ষ্য।রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্প্রতি ডিএমকেকে দ্রুত আনুষ্ঠানিক আলোচনাকারী কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল, যাতে শেষ মুহূর্তে বিভ্রান্তি এড়ানো যায়। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করেছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা কাঠামোবদ্ধ আলোচনার জন্য প্রস্তুত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জোটে ঐক্যের বার্তা দিতে এবং কর্মীদের মনোবলে প্রভাব পড়তে পারে এমন জল্পনা এড়াতে আগ্রহী ডিএমকে। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসায় আসন বন্টন, প্রচার কৌশল ও সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শীঘ্রই শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আপাতত ডিএমকে নেতৃত্বের দাবি, জোটে কোনও ভাঙন নেই এবং ২০২৬ সালের গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের আগে ঐক্য অটুট রয়েছে।

ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানে আইইডি নিষ্ক্রিয়, স্মারক ভাঙল নিরাপত্তাবাহিনী

রায়পুর/বিজাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুর জেলায় বৃহস্পতিবার মাওবাদী বিরোধী অভিযানে নেমে একাধিক ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) নিষ্ক্রিয় ও ধ্বংস করল নিরাপত্তাবাহিনী। পাশাপাশি মাওবাদীদের নিহত নেতাদের স্মরণে তৈরি কয়েকটি স্মারকও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এক অভিযানে আওয়াপল্লী থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-র যৌথ দল আওয়াপল্লী-মুরদণ্ডা সড়কে ডিমাইনিং অভিযানে নামে। মুরদণ্ডা ক্যাম্প থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে রাস্তার প্রায় পাঁচ ফুট ভেতরে এবং মূল সড়কের পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু'ফুট নিচে খোঁড়া গর্তে প্রায় ৩০ কেজি ওজনের একটি আইইডি উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বড় যানবাহন লক্ষ্য করে সুইচ মেকানিজম-যুক্ত এই বিস্ফোরকটি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

গভীরভাবে পোঁতা থাকায় নিরাপদে সরানো সম্ভব না হওয়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঘটনাস্থলেই নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে আইইডিটি ধ্বংস করা হয়। বিস্ফোরণে সড়কে একটি বড় গর্ত তৈরি হলেও পরে তা ভরাট করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। সময়মতো বিস্ফোরকটি উদ্ধার হওয়ায় বড়সড় নাশকতা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

অন্য একটি অভিযানে গঙ্গালুর থানার অন্তর্গত ডোডিটুমনার ফরওয়ার্ড অপারেটিং বেস (এফওবি) এলাকায় সিআরপিএফের ডিমাইনিং দল প্রায় ৫ কেজি ওজনের একটি প্রেসার আইইডি সনাক্ত করে এবং তা সেখানেই ধ্বংস করে।

এদিকে কুটরু থানার অধীন কোবরা ব্যাটালিয়নের পরিচালিত মাওবাদী বিরোধী অভিযানে মাড় এলাকার ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে মাওবাদীদের তৈরি একটি স্মারক চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলা হয়। ওই স্মারকটি নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বাসবরাজু ওরফে নাম্বালা কেশব রাও-এর স্মরণে নির্মিত বলে জানা গেছে। ২০২৫ সালের মে মাসে আবুজমাড় এলাকায় এক সংঘর্ষে তিনি সহ ২৬ জন নিহত হন।

নিরাপত্তা সংস্থার মতে, বাসবরাজু প্রশিক্ষণে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং গেরিলা কৌশল ও আইইডি প্রস্তুতিতে দক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এছাড়াও গঙ্গালুর থানার অন্তর্গত টোডকা-কোরচোলি ও পেড্ডাকোরমা এলাকার জঙ্গলে তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযানের সময় সিআরপিএফের একটি দল আরও কয়েকটি মাওবাদী স্মারক ভেঙে দেয়।

আধিকারিকদের মতে, অঞ্চলে মাওবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ ও প্রতীকী উপস্থিতি ভেঙে দেওয়ার বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ। এ ধরনের কাঠামো সরিয়ে দিয়ে মাওবাদী প্রচার রুখতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর প্রভাব কমাতে চায় নিরাপত্তাবাহিনী।

বামপন্থী উগ্রবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে সরকারের ঘোষিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে বস্তার বিভাগে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতেই এই অভিযান জোরদার করা হয়েছে

বৃহস্পতিবার আগরতলার জ্যাকশন গেইট পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

কাছারে ৩.২ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার ২

কাছার (অসম), ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মায়ানমার থেকে অব্যাহত মাদক চোরাচালানের প্রেক্ষাপটে অসম রাইফেলস ও ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর যৌথ অভিযানে কাছার জেলায় ৩.২ কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে দুই মাদক পাচারকারীকে। বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা বাহিনীর মুখপাত্র এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, কাছার জেলায় মাদক পাচার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে অসম রাইফেলস ও ডিআরআই যৌথ অভিযান চালায়। অভিযানে জাতীয় সড়ক-৩০৬ বরাবর একটি যানবাহন আটক করা হয়। পাহাড়ি মিজোরামের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এই সড়ক দিয়েই হেরোইন পাচার হচ্ছিল বলে জানা গেছে।

অভিযানে ৩.২ কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন-সহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পাচারের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি ও অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কাছার, শ্রীভূমি (পূর্বতন করিমগঞ্জ) ও হাইলাকান্দি জেলা মিজোরামের সঙ্গে প্রায় ১৬৪ কিলোমিটার আন্তঃরাজ্য সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। মায়ানমারের নিকটবর্তী হওয়ায় মিজোরাম সাম্প্রতিক সময়ে মাদক চোরাচালানের একটি বড় করিডর হিসেবে উঠে এসেছে বলে সূত্রের দাবি।

এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অঞ্চলে মাদকচক্র ভাঙতে অসম রাইফেলস ও ডিআরআই নিয়মিত সমন্বিত অভিযান চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক এই উদ্ধার সেই প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

পুলিশের অনুমান, মাদকগুলি মায়ানমার থেকে পাচার হয়ে প্রথমে মিজোরামে প্রবেশ করে, সেখান থেকে অসম হয়ে দেশের অন্যান্য প্রান্তে সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল।

এর আগে ১০ ফেব্রুয়ারি মিজোরামের সাইতুয়াল জেলার ঙ্গোপা এলাকায় অসম রাইফেলস, রাজ্য পুলিশ ও সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর যৌথ অভিযানে ৩.৫১৮ কেজি মরফিন উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩.৫ কোটি টাকা। ওই ঘটনায় কাসিম ও মুকিম আলি নামে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়।মিজোরাম মায়ানমারের সঙ্গে ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ৩১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গম পাহাড়ি সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। ফলে আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। মায়ানমারের চিন প্রদেশকে মাদক, বিদেশি সিগারেট, সুপারি-সহ বিভিন্ন অবৈধ পণ্যের চোরাচালানের অন্যতম কেন্দ্র বলে মনে করা হয়। এই চোরাচালান মূলত চামফাই, সিয়াহা, লংতলাই, হনাথিয়াল, সাইতুয়াল ও সেরচিপ জেলা হয়ে সংঘটিত হয় বলে জানা গেছে।

গোপালগঞ্জে ভোটকেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণ, আনসার সদস্যসহ আহত ৩

গোপালগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় একটি ভোটকেন্দ্রে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় আনসার সদস্যসহ তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ রেশমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ভোটকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল থেকেই কেন্দ্রটিতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছিল। এ সময় কেন্দ্রের বাইরে খালের ওপার থেকে দুর্বৃত্তরা একটি ককটেল নিক্ষেপ করে। বিস্ফোরণে দায়িত্বরত দুই আনসার সদস্য এবং এক ভোটারের সঙ্গে আসা এক কিশোরী আহত হন। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে কেন্দ্র চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভোটারদের মধ্যে।

ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-পরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলাম জানান, আহতরা হলেন আনসার সদস্য সুকান্ত মজুমদার ও জামাল হোসেন এবং পৌরসভার আরামবাগ এলাকার আশফ আলীর মেয়ে আমেনা খাতুন (১৪)। আহতদের স্থানীয় একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

ঘটনার জেরে ভোটকেন্দ্রের মূল ফটকের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে এবং দায়ীদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘটনার পর কেন্দ্রটিতে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা জোরদার করে ভোটগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই চলতে রয়েছে।

গাঁজা-সহ ধৃত চার মাদক পাচারকারীকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : উত্তর প্রদেশে ২০১৮ সালে ৬০১ কেজি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় চার মাদক পাচারকারীকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বিশেষ এনডিপিএস আদালত। বৃহস্পতিবার এনসিবির এক আধিকারিক এ তথ্য জানান।

এনসিবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের জুন মাসে ভরুচের জাদেস্বর চৌকডি এলাকায় অভিযানে ৬০১ কেজির বেশি গাঁজা-সহ চার পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়।

ভরুচের বিশেষ আদালত বুলন্দশহরের প্রমোদ কুমার ও শিশুপাল, গুজরাতের ভরুচের মনীশ হরিশ ভাই এবং ওডিশার গঞ্জামের কমল লোচন শামলকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। প্রত্যেকের ওপর ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার গোরখপুর জোনাল ইউনিটের এনসিবি ২০২৪ সালের একটি মামলায় আরও সাফল্য পায়। বিশেষ আদালত ওই মামলায় দুই অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দেয়। এনডিপিএস আইনের ৮/২০ ধারায় তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

সোনভদ্রার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক কানপুর দেহাতের সর্বেশ সিং এবং বিহারের গোপালগঞ্জের অভিরাজ সিংকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁরা ট্রাকে করে মাদক পাচারের সময় ধরা পড়েন।

এনসিবির বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই গোরখপুর জোনাল ইউনিট সোনভদ্রায় একটি ট্রাক আটক করে ৮২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর ৮, ২০, ২৫ ও ২৯ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।এনসিবি নাগরিকদের মাদক সংক্রান্ত তথ্য ম্যানাস হেল্পলাইন (টোল-ফ্রি: ১৯৩৩)-এ জানানোর আহ্বান জানিয়েছে। তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গোরখপুর জোনাল ইউনিট জানিয়েছে, সংগঠিত মাদক পাচার চক্র ভেঙে দিতে এবং মাদক অপব্যবহার রুখতে তারা ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাবে। এই রায় সেই প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করবে বলে মনে করছে সংস্থা।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট : নিখোঁজ শিশু খুঁজে পেতে আধার তথ্য ব্যবহারের এসওপি প্রণয়নের নির্দেশ কেন্দ্রকে

রাঁচি, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার গুমলা জেলার ২০১৮ থেকে নিখোঁজ এক কিশোরীকে খুঁজে বের করার বিষয়ে হেবিয়াস কর্পাস মামলার শুনানির সময় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন নিখোঁজ শিশু সনাক্ত ও অনুসন্ধানের জন্য আধার ডেটা ব্যবহারের একটি সুস্পষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর (এসওপি) তৈরি করা হয়। মামলাটি কিশোরীর মা দায়ের করেছিলেন, মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য আদালতের নির্দেশ চেয়ে।

শুনানির সময়, বিচারক সুজিত নারায়ণ প্রাসাদ ও বিচারক এ.কে. রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের অগ্রগতির বিস্তারিত অবস্থা রিপোর্ট চেয়েছে। রাজ্য সরকার আদালতকে জানায়, মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত এখনও চলমান।

গুমলার ডিএসপি এবং অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং পুলিশের অফিসার বেঞ্চের সামনে উপস্থিত হয়ে পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনে নেওয়া পদক্ষেপগুলি আদালতকে অবহিত করেন। আদালতকে বলা হয়েছে, মামলার গুরুতর প্রকৃতির কারণে নতুন একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে। এসআইটি দিল্লি গিয়ে সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। নিখোঁজ শিশুর ছবি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সনাক্তকরণ সহজ হয়। তবে এখন পর্যন্ত কোনো স্থায়ী অগ্রগতি ঘটেনি, এবং তাকে খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা চলছেই।

প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরে বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, তদন্ত সংস্থাগুলিকে নিখোঁজ শিশু সংক্রান্ত মামলায় আইনগতভাবে আধার-লিঙ্কড তথ্য ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করতে হবে, সাথে গোপনীয়তা সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। আদালত উল্লেখ করেছে, নিখোঁজ শিশু সংক্রান্ত মামলাকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না এবং তদন্তে সহায়তার জন্য একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত নীতি কাঠামোর প্রয়োজন।

আগের শুনানিতে বেঞ্চ শিশু পাচার এবং রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের বিষয়েও গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। সর্বশেষ আদেশে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তে আরও অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত ও সন্তোষজনক রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে।

স্ত্রীর সংকটজনক অবস্থায় স্বামীকে আটক: পুলিশের ভূমিকা নিয়ে রিপোর্ট চাইল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : শহরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচারের পর স্ত্রীর জীবনসংকটের মধ্যেই স্বামীকে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা যায়।

কমিশন কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে পুরো ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তদন্তের রিপোর্ট চেয়েছে। অভিযোগ, ২৫ বছর বয়সি এক তরুণীর অস্ত্রোপচারের পর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লে তাঁর স্বামী দেবনাথ ভট্টাচার্যকে নার্সিংহোম থেকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যায়।

সূত্রের খবর, টালিগঞ্জ থানার এলাকায় পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন ওই তরুণী। প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাঁকে অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর জটিলতা তৈরি হয় এবং অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নার্সিংহোম সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে দেবনাথ ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। অভিযোগ উঠেছে, স্ত্রী যখন সংকটজনক অবস্থায় ছিলেন, তখন টালিগঞ্জ থানার পুলিশ পরিবারের সদস্য ও হাসপাতাল কর্মীদের উপস্থিতিতে তাঁকে নার্সিংহোম থেকে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগ, তাঁকে সারা রাত সেখানে রাখা হয়।

পরদিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয় এবং পরে তাঁকে ভবানীপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, পণ-সংক্রান্ত অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে অভিযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে পুলিশ এখনও বিস্তারিত কিছু জানায়নি। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, রোগীর শারীরিক অবস্থা বা তাঁর স্বামীর উপস্থিতি সম্পর্কে তারা পুলিশকে কোনও তথ্য দেয়নি।

বুধবার স্বাস্থ্য কমিশন পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে, স্ত্রী যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন, সেই সময় কী পরিস্থিতিতে দেবনাথ ভট্টাচার্যকে হেফাজতে নেওয়া হয়। মৃত্যুর আগে তাঁকে স্ত্রীর পাশে থাকার সুযোগ না দিয়ে সরিয়ে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মৃতার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর আগে পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগের নথি তাদের কাছে নেই। পুরো ঘটনার ক্রম ও গ্রেফতারের সময় ও ভিত্তি স্পষ্ট করতে পুলিশের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

Memorandum

Due to unavoidable circumstances, the tender invited vide PNIe-T No :- 28/EE/WRD- II/2025-2026 dated 27-01-2026 which was circulated vide this office Memo No TS-99/EE/WRD- II/8835-69 Dated 27-01-2026 is here by extend of Documents downloading and bidding date upto 15.00 Hrs on 09-02-2026 and opening date will be at 15.30 Hrs on 09-02-2026.Other terms and conditions will remains unchanged.

(Er Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
Visvaraya Complex, Kunjaban, Agartala
For and on behalf of the "Governor of Tripura"

ICA/C-4276/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-31/EE/RD/ KHW-DIV/2025-26, Dt.09.02.2026

The Executive Engineer, RD. Khowai Division, Khowai Tripura invites online rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 16/02/2026 for 02 (two) Nos Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 7005307773. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD, Khowai Division
Khowai Tripura

ICA/C-4285/26

NIT NO: e-PT-45/W/EE/RD-DIV/JRN/2025-26 Dt. 05/02/2026

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 18/02/2026 for 01 (One) no. work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

ICA/C-4292/26

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES NEWS PAPER

বিজ্ঞপ্তি

Ref.:- Srinagar Out Post GDE No. 07 dated 02/02/2026.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মন মালা ত্রিপুরা বয়স ১৯ বৎসর, স্বামী- শ্রী গোপেশ ত্রিপুরা সাং-আমলীঘাট, থানা-মনুবাজার, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট পরনে হলুদ রং এর শাড়ী গায়ের রং-ফর্সা। গত ০১/০২/২০২৬ (ইং) সকাল আনুমান ১১ টা সময় তাহার নিজ বাড়ী আমলীঘাট থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯

২) মনুবাজার থানা: ফোন নম্বর:- ৯৮৬২২৩৬০৯০

Superintendent of Police
South Tripura District

ICA/D-1966/26

NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the Dy. Director of Tripura (West) invites sealed quotation from local bonafied Agency/Individual to supply of different sizes of well burnt "Earthen Tub" for different Premier institutes like Lokbhavan, New Secretariat Complex, Assembly Garden, VVIP Bungalows' Garden, Rabindra Kanan and other areas under O/O the Dy. Director of Horticulture (West). The intending quotationer may submit Quotation in the office of the undersigned on 18/02/2026 from 11:00 A.M upto 3:00 P.M and the same will be opened on the same date at 4:00 P.M, if possible. The Quotationer or his representative may remain present at the time of opening of the quotation.

Sl No.	Item	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of selling qutotation from & last date of receiving the same	Cost of Quotation Form
1	2	3	4	5	6
1	Supply of different sizes of well burnt Earthen Tubs under O/O the Dy. Director of Horticulture (West)	2,99,000	2,900	Last date of selling Form is 17/02/2026 up to 4:00 P.M Date of receiving quotation is on 18/02/2026 from 11.00 A.M to 3.00 P.M	Rs. 100/(Rupees one hundred) only

All detailed like 'Terms & Condition' as well as specification of different types and sizes of Earthen Tub etc. may be obtained from the O/O the undersigned between 11.00 A.M to 4:00 P.M during the working days.

(Ar.Sujit Das)
Deputy Director of Horticulture
West Tripura, District,Agartala

ICA/C-4279/26

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Dated, the 12th February, 2026

NOTIFICATION

Reference:- Advertisement vide No. 13/2023 dated 16.09.2023 and Addendum dated: 12.11.2024

This is for information of all concerned that the results of the Main Examination held on 10.11.2025 in connection with recruitment to the Miscellaneous posts under various Department, Govt of Tripura, has been uploaded in www.tpsc.tripura.gov.in and the Interview/ Personality Test of the provisionally qualified candidates scheduled to be held on and from 9th March, 2026.

For further details please visit www.tpas.tripura.gov.in.

The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

(S MOG, LAS)
SECRETARY,TPSC

মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলি: তন্ত্রবিদ্যার সন্দেহে প্রতিবেশীকে কুপিয়ে হত্যা, গ্রেফতার এক ব্যক্তি

সিংরাউলি, ১২ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলি জেলায় এক ব্যক্তি স্ত্রীর গর্ভপাতের ফলে পিতৃত্ব অর্জন করতে পারছিলেন না। তার জন্য তন্ত্রবিদ্যার সন্দেহ করে দুই প্রতিবেশীকে হত্যা করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিহতরা হলেন কেওয়াল সিং ও তাঁর স্ত্রী ফুলমতি। ঘটনাটি ঘটেছে জেওয়ান থানার অন্তর্গত অন্তরওয়া গ্রামের একটি প্রত্যন্ত এলাকায়।

গ্রেফতার অভিযুক্ত চিহ্নিত ব্যক্তি ছত্রপতি সিং এক আদিবাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপতি স্ত্রীকে সন্তান লাভ না করতে পারার জন্য প্রতিবেশীদের কালাজাদু করানোর অভিযোগ তুলেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ছত্রপতি নিজ বাড়িতে একটি প্রার্থনা আয়োজন করেছিলেন এবং প্রতিবেশী কেওয়াল ও ফুলমতিসহ অন্যদের আমন্ত্রণ জানান।

কেওয়াল ও ফুলমতি বাড়িতে পৌঁছালে ছত্রপতি হঠাৎ কুড়াল দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। কয়েকজন প্রতিবেশী আটকানোর চেষ্টা করলেও, ক্রোধে উন্মত্ত ছত্রপতি তাদের ওপরও আক্রমণ চালান এবং পরে নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে নেন। হামলায় কেওয়াল ও ফুলমতি প্রাণ হারান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের স্ত্রীর কয়েকদিন আগে গর্ভপাত হয়েছিল। সিংরাউলি পুলিশ সুপার মনিশ খত্রি বলেছেন, ছত্রপতি সন্দেহ করেছিলেন, প্রতিবেশীরা কালাজাদু করেছেন। যার ফলে তার স্ত্রীর গর্ভপাত হয়েছে এবং তিনি পিতা হতে পারলেন না। তাই তিনি প্রার্থনার আয়োজনের নামে তাদের বাড়িতে ডাকেন এবং হত্যা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে প্রার্থনায় ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে হত্যার কারণ তন্ত্রবিদ্যার কুসংস্কারে প্ররোচিত। তদন্তকালে জানা গেছে, হত্যার দুই দিন আগে ছত্রপতি বাড়ির বাইরে মাটির একটি 'চাবুতরা' তৈরি করেছিলেন, যেখানে বৃহস্পতিবার প্রার্থনা করার পরিকল্পনা ছিল।

পুলিশ সুপার খত্রি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনা তন্ত্রবিদ্যায় বিশ্বাসের কারণে ঘটেছে। তবে ওই ঘটনা পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ পুরো মামলাটি তদন্ত করছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেছে এবং তদন্ত চলমান।

বৃহস্পতিবার আগরতলার সিপিএম সদর দপ্তরে সিটুর সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিভিন্ন রাজ্যের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিভিন্ন রাজ্যের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, শান্তি সম্প্রীতির বাতাবরণের জন্য তা সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার কাজের ক্ষেত্রে সবসময় চেষ্টা করে ভালো কাজ করার জন্য। রাজ্যে শিল্প উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছে। আজ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফরমেশন ওয়ার রুমে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাপ্রোজ টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের রোডম্যাপ পুস্তকের প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে শিল্প উন্নয়নে এই রোডম্যাপ গ্রহণের ফলে রাজ্যে দীর্ঘমেয়াদী শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এই রোডম্যাপ রাজ্যকে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। রাজ্যে শিল্প উন্নয়নে রাবার, বাঁশ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভিশন ডকুমেন্ট কর্মসূচি রূপায়ণে ত্রিপুরা দেশের অনেক রাজ্য থেকে অনেকটাই এগিয়ে। রাজ্যগুলি দ্রুত উন্নতি হলেই দেশও উন্নত হবে। বর্তমানে রাজ্যের বাইরের অনেক বিনিয়োগকারী রাজ্যে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেখাচ্ছে। ত্রিপুরায় শিল্প উন্নয়নে গৃহীত এশিয়ান ডেভেল্পমেন্ট ব্যাঙ্কের রোডম্যাপ রাজ্যে বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এশিয়ান ডেভেল্পমেন্ট ব্যাঙ্কের এই সহায়তা নতুন ত্রিপুরা গঠনে অনেকটাই সহায়ক হবে। এই সহায়তা রাজ্যের জন্য একটা বড় প্রাপ্তি। রাজ্যে উপলব্ধ কাঁচামাল ও মানব সম্পদকে ব্যবহার করে রাজ্য সরকার শিল্প উন্নয়নে দ্রুত এগিয়ে যেতে চায়।

অনুষ্ঠানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিউ-ওকা বলেন, শিল্প উন্নয়নে এধরণের রোডম্যাপ বিকশিত ভারত গঠনে অনেকটা সহায়ক হবে। এছাড়াও তিনি স্ট্রেটেজিক অ্যাপ্রোজ টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের উপর রোডম্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রশংসা করেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

নবজাত শিশুদের বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: মা ও শিশুর সম্পূর্ণ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা নবজাত শিশুর বাড়িতে নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। এসময় নবজাতকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পাশাপাশি মায়েদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ঊনকোটি জেলার সামরুরপাড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন মনুভ্যালি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অন্তর্গত চার নং দীঘার লাইন এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা গত ১০ ফেব্রুয়ারি, এক শিশুর বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং মা সহ বাড়ির অভিভাবকদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। গত ২৯ জানুয়ারি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রীনা মুন্ডা এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। জন্মের সময় শিশুটির ওজন ছিল ২ কেজি ৮০০ গ্রাম। জন্মের ১২ দিন পর স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিদর্শনকালে দেখা যায়, শিশুর ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ করেন মনুভ্যালি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের আশাফেসিলিটেটর বেবি রাণী দেবনাথ ও আশাকর্মী শিল্পী গোপ (পাল)।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন, কিন্তু এখন বিভ্রান্ত ছড়ানোর হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি বিচারাধীনে রয়েছে। কিন্তু তাঁদের তরফ থেকে তা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাম না করে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দের্ব্বমণের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের তরফ থেকে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে কোনো গাফিলতি বা অনীহা ছিল না। ২০১৬ সাল থেকেই ভিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কেন তা হয়নি সেই কারণ সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অযথা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও জানান, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে তিপরা মথা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এই মামলা এখনো বিচারাধীন রয়েছে। অথচ এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে একটি বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সরকারের নিকট জানতে চেয়েছে যে এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন একসঙ্গে করা সম্ভব হবে কিনা। বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

প্রসঙ্গত, গতকাল তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট করে দাবি করেন, আসন্ন এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই দাবির প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সাথে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শীঘ্রই রাজ্যে হিন্দি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই ত্রিপুরা সফরে আসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্যারাকুয়েট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রতিমা দাসকে ১ লক্ষ টাকা সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: আইনের উর্দ্ধে গিয়ে সরকার কোন কিছু করতে চায় না। স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষকে সহায়তা করার মধ্য দিয়েই রাজ্য সরকার এগিয়ে যেতে চায়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে।

বিশেষ প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের আগে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়াও প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন না হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের প্রবনতা কমাতে হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৩-তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা সহায়তা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন আসা মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা জনিত ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থী মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। গন্ডাতুইসা মহকুমার মায়াকুমার পাড়া থেকে আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল খগেশ্বর ত্রিপুরা এসেছেন তার স্ত্রীর জটিল মানসিক রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। অর্থের অভাবে খগেশ্বর ত্রিপুরার স্ত্রীর চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছিলনা। মুখ্যমন্ত্রী খগেশ্বর ত্রিপুরার কথা শুনে তার স্ত্রীকে কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন এবং খগেশ্বর ত্রিপুরাকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেন।

প্রথমবার উত্তর-পূর্বে জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

গুজরাতে ৩টি করে, তামিলনাড়ু, বিহার, জম্মু-কাশ্মীর ও হরিয়ানায় ২টি করে এবং পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে ১টি করে রয়েছে। জাতীয় সড়কের পাশাপাশি কিছু রাজ্য সরকার রাজ্য সড়কেও এ ধরনের সুবিধা গড়ে তুলছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৬ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের এয়ারস্ট্রিপ উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমানে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। এবার উত্তর-পূর্বে একই ধরনের অবকাঠামো উদ্বোধন প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলের আচরণ খতিয়ে দেখতে

● প্রথম পাতার পর

স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে ১১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় দেওয়া এক ভাষণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, প্রতিরক্ষা বিষয়ক মন্তব্য এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধানকে ঘিরে করা বক্তব্য সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদায় আঘাত হানতে পারে।

চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, রাহুল গান্ধী বিভিন্ন সরকারি দফতর, কর্পোরেট সংস্থা ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ তুলেছেন। পাশাপাশি তাঁর ঘন ঘন বিদেশ সফর নিয়েও স্বচ্ছতার দাবি জানিয়েছেন দুবে।

বিষয়টি নিয়ে একটি কাঠামোবদ্ধ তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিজেপি সাংসদ বলেন, প্রয়োজন হলে রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ পর্যালোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

‘প্রহসন, অবৈধ ও

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অধিকাংশ কেন্দ্র কার্যত ফাঁকা ছিল। ভোটার তালিকায়, বিশেষত ঢাকায়, অস্বাভাবিকভাবে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এটি অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই ভোটারবিহীন, অবৈধ ও অসাংবিধানিক নির্বাচন বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি খুনি-ফ্যাসিস্ট ইউনুসের পদত্যাগ, শিক্ষক-সাংবাদিক- বুদ্ধিজীবীসহ সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি তোলা হয়েছে। দলটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বন্ধ

প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীসবাই স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালিয়ে রাজ্যের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

প্রদেশ সভাপতি আরও বলেন, “ত্রিপুরার মানুষ উন্নয়নমুখী রাজনীতি চান, অচলাবস্থা বা জনজীবন ব্যাহত করে এমন কর্মসূচি নয়। আজ রাজ্যবাসী যে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।”

তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের ভূমিকারও প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

বন্‌ধের বিরোধিতায় রাস্তায়

আরও বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদের অধিকার আছে, কিন্তু বনধ ডেকে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করা অনৈতিক। বিজেপি ভবিষ্যতেও বনধের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়। অন্যদিকে, পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সে জন্য পুলিশ প্রশাসন আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

শ্রমিক ধর্মঘটে প্রভাব কম রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য সভাপতি মানিক দে সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিনের মিছিলটি মেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মেলার মাঠে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল জুড়ে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার দাবিতে স্লোগান ওঠে।

মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, বিজেপি সরকার এমন নীতি গ্রহণ করেছে যার ফলে দেশের সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার, কাজের সুরক্ষা ও ন্যায্য মজুরির প্রশ্নে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এদিন তিনি আরও বলেন, ইতি সম্প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত যে চুক্তি করেছে তাতে শ্রমিকদের সামনে সংকট তৈরী করেছে। বিজেপি সরকারের শাসনে শ্রমিক ও কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, এই আন্দোলন মানুষের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন এবং তা আরও বিস্তৃত হবে।

বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের দাবি উপেক্ষিত থাকায় ধর্মঘট অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

পূর্ব সূচি অনুযায়ী আজ দেশব্যাপী বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকে ১২ ঘণ্টার ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার পাশাপাশি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লক এলাকায়ও সকাল থেকে রাস্তায় পিকেটিংয়ে নামেন সিপিআইএম নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব অমিতাভ দত্ত, কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, জেলা নেতৃত্ব জহরুল হক, স্থানীয় নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। চুরাইবাড়ি-কদমতলা সড়ক ধরে মিছিল কদমতলার দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ প্রশাসন তা মাঝপথে আটকে দেয়। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের সাময়িকভাবে প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন উত্তর ফুলবাড়ি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে রাখা হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা এবং চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানার দুই অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর আন্দোলনকারীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। পরে সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা পুনরায় মিছিল করে দলীয় কার্যালয়ে ফিরে যান।

সিপিআইএম নেতা অমিতাভ দত্ত জানান, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে ডাকা এই ধর্মঘট সফল হয়েছে। তাঁর দাবি, দেশের বিভিন্ন শাখা সংগঠন এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

অরপদিকে, ধর্মঘটের বিরোধিতায় বিজেপি যুব মোর্চার নেতা-কর্মীরাও রাস্তায় নামেন। তাঁরা স্লোগান তুলেন-এই বন্ধ মানছি না, মানবো না, দোকানপাট, অফিস-আদালত খোলা থাকছে, “গাড়ির চাকা ঘুরছে, ঘুরবে।” বিজেপির কদমতলা মণ্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ বলেন, এই ধর্মঘটকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করেননি। তাঁর দাবি, গ্রামীণ এলাকায় দোকানপাট খোলা ছিল এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নমুখী সরকারের কাজ ব্যাহত করাই এই বন্ধের উদ্দেশ্য, তবে তা কার্যকর হয়নি।

জেলাজুড়ে ধর্মঘট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বাম নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধে অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, অধিকাংশ এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কদমতলা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে পিকেটিং ও মিছিল করতে দেখা যায় বাম সমর্থকদের। সকাল থেকেই রাজ্যের একাধিক জেলায় বামপন্থী নেতাকর্মীরা বনধের সমর্থনে রাস্তায় নামেন। তবে প্রশাসনের তরফে সক্রিয়ভাবে তাদের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়।

খোয়াই জেলায় ধর্মঘটের সমর্থনে সকাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে বামপন্থী নেতাকর্মীরা মিছিল বের করেন এবং পিকেটিংয়ের চেষ্টা করেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিছিলের পথরোধ করে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কয়েকজন বাম নেতৃত্ব ও কর্মীকে আটক করা হয়। তাদের খোয়াই পুরাতন টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গেছে।

একই ধরনের চিত্র দেখা যায় বিলোনিয়া ও কাঠালিয়াতেও। সেখানেও বনধের সমর্থনে পিকেটিং করতে গেলে পুলিশ আন্দোলনকারীদের বাধা দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আন্দোলনকারীদের আটক করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রশাসনের দাবি, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি বাধা অযৌক্তিক। সব মিলিয়ে ধর্মঘট ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উত্তেজনা থাকলেও বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি।

এদিকে, আজ দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে সকালে জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর এলাকায় একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ, ওই মিছিলে অংশ নেওয়ার অপরাধে বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা যুব নেতা বাবুল দেবনাথের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে তিনি। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর এলাকায় নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময় বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা যুব নেতা বাবুল দেবনাথের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় বিপ্লব দেবনাথকে প্রথমে মান্দাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে আঘাতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে দ্রুত আগরতলার জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে, জিবি হাসপাতালে আহত যুব নেতাকে ভর্তি করার খবর পেয়ে সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক তপন দাস সেখানে পৌঁছে আহত কর্মী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেন। বর্তমানে বিপ্লব দেবনাথ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশব্যাপী ডাকা ধর্মঘটের কোনো প্রভাবই কার্যত পড়েনি ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া ও ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায়। সকাল গড়াতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে কোনো ছেদ পড়েনি। বিদ্যালয়ে নিয়মমাফিক পাঠদান, রাস্তায় স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল এবং বাজার-হাটে ক্রেতাদের আনাগোনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সকাল থেকেই পড়ুয়া ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। ইউনিফর্ম পরা শিক্ষার্থীদের কোলাহল এবং অভিভাবকদের ব্যস্ততায় ধর্মঘটের কোনো প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ধর্মঘটের ডাক থাকলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রাণকেন্দ্র অম্পি চৌহমনী এলাকাতেও চিত্র ছিল একই। অন্যান্য দিনের মতোই দোকানপাট খোলা ছিল এবং ছোট-বড় যানবাহনের চলাচল ছিল অব্যাহত। পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মী জানান, ধর্মঘট রয়েছে এমন কোনো পরিস্থিতিই তাঁরা অনুভব করেননি। অন্যদিকে, ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ধর্মঘটের সমর্থনে পিকেটিং করতে দেখা যায় বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকদের। নেতৃত্বে ছিলেন মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথ। তিনি জানান, সাধারণ মানুষ এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেননি। সকাল থেকেই বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বাজার ও যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল এবং মানুষ নিত্যদিনের কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও জানান, বেচাকেনায় তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল সন্তোষজনক এবং গণপরিবহণও নিয়মমাফিক চলেছে। সামগ্রিকভাবে তেলিয়ামুড়া ও কৃষ্ণপুরের চিত্রে স্পষ্ট, ধর্মঘটের ডাক সত্ত্বেও জনজীবন ছিল প্রায় অক্ষত। রাজনৈতিক আহ্বানের তুলনায় দৈনন্দিন প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধের কোনো প্রভাবই পড়েনি শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু এলাকায়। অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও স্বাভাবিক ছিল জনজীবন। সকাল থেকেই দোকানপাট খোলা ছিল এবং যানবাহন চলাচলও ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এলাকায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বনধ নিয়ে তেমন কোনো সাড়া লক্ষ্য করা যায়নি। বাজারঘাট, রাস্তার ধারে দোকান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি স্বাভাবিকভাবেই চলতে দেখা যায়। কোথাও পিকেটিং বা বাধাদানের ঘটনাও চোখে পড়েনি।

একসময় বীরচন্দ্র মনু এলাকাকে বামেদের ‘লাল দুর্গ’ হিসেবে পরিচিত বলা হতো। তবে বর্তমানে সেই চিত্র আর নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বাম নেতা-কর্মীরা ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ফলে বনধ ডেকেও সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করা বা সংগঠিতভাবে কর্মসূচি পালন করার মতো শক্তি এখন আর তাদের হাতে নেই।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, বারবার বনধ ডেকে সাধারণ মানুষের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না। সেই কারণেই মানুষ এখন বনধে সাড়া দিচ্ছেন না। সার্বিকভাবে বীরচন্দ্র মনু এলাকায় বনধের দিনও স্বাভাবিক ছন্দেই চলেছে জনজীবন।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের তেমন কোনও প্রভাব পড়ল না উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে। আজ সকাল থেকেই শহরের জনজীবন ছিল প্রায় স্বাভাবিক ছন্দে। শহরের বিভিন্ন হাট-বাজার, দোকানপাট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলা থাকতে দেখা যায়। সরকারি ও বেসরকারি অফিসেও উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে বলে জানা যায়।

ধর্মনগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক। অটো, টোটো, বাস সহ অন্যান্য গণপরিবহন নিয়মিত চলাচল করায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজে তেমন কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

যদিও ধর্মঘটের সমর্থনে কিছু বিক্ষিপ্ত কর্মসূচির খবর মিলেছে, তবে সামগ্রিকভাবে শহরের স্বাভাবিক জনজীবনে তার প্রভাব পড়েনি। সব মিলিয়ে বলা যায়, ধর্মঘটের ডাক সত্ত্বেও ধর্মনগরে দিনভর পরিস্থিতি ছিল শান্তিপূর্ণ ও প্রায় স্বাভাবিক।

বঙ্গে প্রথম

● প্রথম পাতার পর

কারা এসেছিলেন, তা চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করা হয়েছে।

সংস্পর্শে আসা সকলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, সব নমুনার ফল নেগেটিভ এসেছে। আক্রান্ত নার্সদের সংস্পর্শে আসা কারও শরীরে নিপাহ ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে স্বাস্থ্য দফতর নিশ্চিত করেছে।

চিকিৎসকদের মতে, বাদুড় নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক। বাদুড়ের কামড়ানো ফল খেলে সেই ফলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র দাবি, বাদুড় ছাড়াও কিছু প্রাণী এই ভাইরাস বহন করতে পারে। নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্তদের গড় মৃত্যুহার ৫০ শতাংশেরও বেশি। চিকিৎসকদের মতে, যত দ্রুত সংক্রমণ শনাক্ত করা যায়, ততই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

রোগের প্রাথমিক উপসর্গ সাধারণ জ্বরের মতো শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গলা ব্যথা, খিঁচুনি এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে রোগী কোমায় চলে যেতে পারেন। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি নেই। তবে প্রতিষেধক আবিষ্কারের লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার এবং অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে

● প্রথম পাতার পর

বনধের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজেপির কর্মীরা সিপিআইএম পার্টি অফিসে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং অফিসের পেছনের প্রবেশদ্বার ভাঙার চেষ্টা চালায়।

তাঁর দাবি, এদিন বনধের সমর্থনে একটি সভা করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই হামলার ঘটনা ঘটে। এমনকি পুলিশের সামনেও হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অন্যদিকে, সিপিআই(এম)-এর এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন বিশালগড় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি তপন দাস। তাঁর বক্তব্য, বামেদেরই একাংশ এই বনধ সমর্থন করেনি এবং তাদের মধ্যেকার অন্তর্দন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেন তিনি।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা বিরাজ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

জনাদেশ দেখে হবে

● প্রথম পাতার পর

ফলে তিনি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাথায় আঘাত পান, যা তার মৃত্যুর কারণ।

ঘটনা নিশ্চিত করে খুলনা সদর থানার উপ-পরিদর্শক খান ফয়সাল রাফি বলেন, দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আলাদা করি। খুলনা সিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি মেডিকেল অফিসার পার্থ রায় জানান, বিএনপি নেতা কোচিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়।

তথ্য অনুসারে, বৃহস্পতিবার সকালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় একটি ভোটকেন্দ্রে ককটেল বোমা হামলায় তিনজন আহত হন। ঘটনাটি ঘটেছে রেশমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ভোটকেন্দ্রে। বাংলাদেশের এই উচ্চ-সন্ধিক্ষণ সংসদীয় নির্বাচন রাজনৈতিক সংঘাত এবং সহিংসতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনের সুষ্ঠু হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ওপার বাংলার

● প্রথম পাতার পর

কিছুটা সময় লাগতে পারে। তবে ফলাফল নিয়ে কোনো ধরনের কারচুপি বা অনিয়মের সুযোগ নেই বলেও তিনি জোর দিয়ে জানান।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় নির্বাচন কমিশনের ফলাফল কেন্দ্রে আয়োজিত এক আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে সিইসি বলেন, দেশের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি এদিনের সাধারণ নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং উৎসবমুখর নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করেন। তার ভাষায়, কিছু সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে উচ্চমান বজায় রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফলাফল প্রকাশ প্রসঙ্গে সিইসি স্পষ্টভাবে বলেন, কোনো অনানুষ্ঠানিক বা যাচাইবিহীন ফলাফল নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে না। কেবলমাত্র রিটার্নিং কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাপ্ত ফলই প্রকাশ করা হবে।

নাসির উদ্দিন আরও জানান, নির্বাচন কমিশন কোনো ধরনের গোপনীয়তায় বিশ্বাস করে না। পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে গণমাধ্যমের মাধ্যমে দেশের মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

অতীতের বিতর্কিত নির্বাচনগুলোর তুলনায় এবারের নির্বাচন যে কোনো মানদণ্ডে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে বলেও তিনি দাবি করেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 13-02-2026, 01:34

খেলাধুলা

সিনিয়র মহিলা জাতীয় ক্রিকেটে কেরালার কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় এখনও অধরা ত্রিপুরা দলের। লীগ পর্যায়ে চতুর্থ ম্যাচ হয়ে গেল। ক্রমশঃ পরাজয়ের মধ্যেই রয়েছে ত্রিপুরা দল। ৮ দলীয় এলিট সি গ্রুপে প্রতিটি দলের মতো ত্রিপুরা দলও ৪টি ম্যাচ খেলছে। লাগাতর সব ক-টি ম্যাচে হেরে ত্রিপুরা দল একেবারে তলানিতে। সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দল আজ টানা চতুর্থ পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদের কাছে ৫৮ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে ৪৫ রানে পরাজিত হয়েছিল। মঙ্গলবারে তৃতীয় ম্যাচে রেলওয়েজের কাছে ৯ উইকেটে হেরেছে। কেরালা আজ ৬০ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। রাঁচিতে ঝাড়খন্ড ওভাল গ্রাউন্ডে সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কেরালা দলের দলনেত্রী শানী টি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার তথা অধিনায়ক শানীর ১১১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার বোলার অন্বেষা দাস ৪৯ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। তামান্না নিগম পেয়েছে দুটি উইকেট ৩৮ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের ব্যাটিং পারফরম্যান্সে কিছুটা উন্নতি ঘটলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ৫০ ওভার খেলতে পেরেছে এটা একটা ভালো খবর। তবে আট উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত পঞ্চাশ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এর ৬৬ রান, দলনেত্রী ঋজু সাহার ৩২ রান, অন্নপূর্ণা দাসের অপরাজিত ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। কেরালার মৃদুলা, আশা এবং শানী দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে কেরালা দলের দলনেত্রী শানী টি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ধর্মনগরকে দেড়শ''তে থামিয়ে লড়াকু মেজাজে খেলছে বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব যেন শহরের ১৪টি ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবে খেলছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ধর্মনগরকে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ব্যাট করছে। প্রথম দিনের খেলা শেষে বিসিসি ৮৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে হাতে তাদের আরও আট উইকেট বর্তমান। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলা শুরু হয়েছে আজ থেকে। শহরের ১৪ টি ক্লাব দল এবং ১৮ টি মহকুমার দল মিলিয়ে ৩২ দলীয় টুর্নামেন্টে শহরের একমাত্র ক্লাব হিসেবে বিসিসি সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পেয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রত্যাশিত ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখাতে না পারলেও ৬৬ ওভার ৫ বল খেলে ধর্মনগর ১৫১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে হৃত দাসের ৩০ রান, দিব্যরূপ দেবনাথের ৩০ রান, জ্যাক মালাকারের ২৯ রান, শৌভিক দাসের ২৫ রান ও অর্কজ্যোতি নাথের ২১ রান উল্লেখযোগ্য। বিসিসি-র সাগর সূত্রধর ও সন্দীপন দাস তিনটি করে এবং আকাশ দেবনাথ দুটি উইকেট পেয়েছে। অতনু রায় পেয়েছে একটি উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনের মৈনাক সাহা ১৬ রানে কট আউট হয়ে সাজঘরে ফিরে এলেও অধিনায়ক অর্কজিত সাহা ২৬ রানে এবং সন্দীপন দাস ১৭ রানে উইকেটে রয়েছে। ধর্মনগরের অভয় চক্রবর্তী ও দিব্যরূপ দেবনাথ পেয়েছে একটি করে উইকেট।

ইষ্ট দেবনাথের অনবদ্য ব্যাটিং বড় স্কোরের লক্ষ্যে মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনবদ্য ব্যাটিং পারফরম্যান্স ইস্ট দেবনাথের। রান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে দিনভর উইকেটে থেকে দারুন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে ইস্ট। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ। উইকেট আগলে টিকে থাকার লড়াই। বুদ্ধিদীপ্ত খেলা। অনেকটা কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের মতোই মোহনপুর সেমিফাইনালেও বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে। প্রতিপক্ষ কৈলাশহরকে যথেষ্ট সমীহ করে খেলছে। উইকেট আগলে ব্যাট হাতে টিকে থাকলে রান আসবেই। ব্যাটার্সরা তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী বড় স্কোরের সন্ধানে প্রথম ইনিংসের খেলায় সফল হলে বোলাররা দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দলকে কোয়ালিফাই করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনাল ম্যাচ। এমবিবি স্টেডিয়ামে কৈলাশহর ও মোহনপুরের তিনদিনের ম্যাচ চলছে। বৃহস্পতিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। দিনভর ৯০ ওভার সাফল্যের সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে ৬ উইকেট হারিয়ে মোহনপুর ২৬৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার ইষ্ট দেবনাথ দুর্দান্ত খেলে দিনভর টিকে থেকে অপরাজিত ভূমিকায় ১৬২ রান সংগ্রহ করে একদিকে যেমন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে তেমনি নির্বাচকদের নজরেও পড়েছে। নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় সঙ্গে রয়েছে পিনাক দেব ব্যক্তিগত সাত রানে। তবে এর আগে অঙ্কিত দাসের ২৩ রান, বিশাল সরকারের ১৭ রান, হৃদয় বিশ্বাসের ১৫ রান এবং অধিনায়ক অন্তরীপ সাহার ১৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। কৈলাশহরের রাজদীপ সিনহা তিনটি এবং অধিনায়ক অনীক দে ৪৪ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। আব্দুল করিম পেয়েছে একটি উইকেট।

২৩ বছর আগে বিশ্বকাপে আউট করেছিলেন সচিনকে সেই ভুরেন এখন নামিবিয়া ক্রিকেটের সভাপতি!

২০০৩-এর এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিল ভারত। তবে সেই বিশ্বকাপ মনে রেখেছে সচিন তেন্ডুলকরকে, যিনি ৬৭৩ রান করে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন। টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-নামিবিয়া ম্যাচের আগে ২৩ বছর পুরনো ওই ম্যাচের স্মৃতিচারণ করলেন রুডি ফান ভুরেন, যিনি সে দিন সচিনের উইকেট নিয়েছিলেন।ওই ম্যাচে সচিন ১৫২ রান করেছিলেন। ভারত জিতেছিল ১৮১ রানে। শতরান করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। বৃহস্পতিবার আইসিসি-র প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় ভুরেন বলেছেন, "২০০৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপে আমি সচিনের মূল্যবান উইকেটটা নিয়েছিলাম। আমি রক্ষণশীল মানুষ। আমি চিকিৎসক এবং ক্রিকেট নামিবিয়ার সভাপতি। নামিবিয়ার হয়ে ক্রিকেটের পাশাপাশি রাগবিও খেলেছি। একজন পাইলটের পাশাপাশি আমি একজন বাবাও।''বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে একই বছরে রাগবি এবং ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভুরেনের। পাশাপাশি তিনি একজন পেশাদার চিকিৎসকও। এখনও নিয়মিত রোগী দেখেন। মূলত শিশু চিকিৎসক তিনি। ৭০-এরও বেশি শিশুর জন্ম হয়েছে তাঁর অধীনে।২৩ বছর আগের সেই বিশ্বকাপে ভুরেন ভারতের বীরেন্দ্র সহবাগকে আউট করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন। নামিবিয়ার হয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট তাঁরই ছিল। রাগবি থেকেই ক্রীড়াজীবন শুরু। ক্রিকেট বিশ্বকাপের পরেই আবার রাগবি খেলা শুরু করেন ভুরেন। বিশ্বকাপও খেলে ফেলেন। রাগবির জন্য পাঁচ কিলোগ্রাম ওজন বাড়িয়েছিলেন। পরে তা ঝরিয়েও ফেলেন। ক্রিকেট এবং রাগবি বিশ্বকাপের মাঝে যে সময় পেয়েছিলেন, সে সময় চিকিৎসক হিসাবে পুরোদস্তুর কাজ করেছেন। ২০১১-য় স্ত্রীর সঙ্গে মিলে তিনি নামিবিয়ায় একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলেন। সেখানে আহত এবং অনাথ প্রাণীদের চিকিৎসা করা হয়। ২০১৮ থেকে তিনি ক্রিকেট নামিবিয়ার সভাপতি।আইসিসি-র ভিডিয়োয় ভুরেন বলেছেন, "আমার এখনও মনে আছে সে দিন কী হয়েছিল। সচিন বোধহয় ১৪০-এর আশেপাশে ব্যাট করছিল। ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম। যে বলে ও আউট হয়েছিল সেটা এতটাই মন্থর গতির ছিল যে হয়তো বেলও পড়ত না। তবে নিঃসন্দেহে ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান উইকেট।'ম্যাচের পর সচিনের সঙ্গে ছবিও তুলেছিলেন ভুরেন। বলেছেন, "একসঙ্গে বসে অনেক কথা হয়েছিল সে দিন। সচিনের ভদ্রতা মুগ্ধ করেছিল আমাকে। কী ভদ্র মানুষ। অসাধারণ ক্রীড়াবিদ। আমার সঙ্গে রাগবি নিয়েও কথা হয়েছিল। খুব ভাল অভিজ্ঞতা সেটা।"

পাকিস্তান সুপার লিগ থেকে নাম তুলে নিলেন আফগান ক্রিকেটারেরা! এশিয়ার ক্রিকেটে নতুন বিতর্ক

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটারেরা। নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করানো আফগান খেলোয়াড়েরা সরে দাড়িয়েছেন। মহম্মদ নবি, ফজলহক ফারুকিরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন পিএসএলের নিলাম থেকে।বিপাকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পিএসএলের আকর্ষণ ধরে রাখার ক্ষেত্রে ধাক্কা খেলেন মহসিন নকভিরা। নিলামের আগে নাম তুলে নিলেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটারেরা। নবি, ফারুকি ছাড়াও পিএসএলের নিলামে নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন মুজিব উর রহমান, সিদ্দিকুল্লা অটল, ওয়াকার সামালখেলির মতো প্রথম সারির আফগান ক্রিকেটারেরা।এর আগে রহমানুল্লাহ গুরবাজও নিজেকে পিএসএল থেকে সরিয়ে নেন। তাঁকে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ করেছিল পেশোয়ার জালমি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে সই করানোয় সমালোচনার মুখে পড়েন পেশোয়ার কর্তৃপক্ষ। সে কারণে রহমানুল্লাহ নিজেকে সরিয়ে নেন পিএসএল থেকে। ওই ঘটনার পর আফগানিস্তানের অন্য ক্রিকেটারেরাও পিএসএল না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।পিএসএলের সিইও সলমন নাসির বলেছেন, "পেশোয়ার কর্তৃপক্ষ রহমানুল্লাহকে সই করানোর বিতর্ক তৈরি হয়। পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কের উত্তেজনার প্রভাব পড়ে। বিতর্কের জন্য রহমানুল্লাহ পিএসএল না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনার পর বিতর্ক এড়াতে আফগানিস্তানের বাকি ক্রিকেটারেরাও নাম প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন।"পিএসএলে রহমানুল্লাহের ঘটনার সঙ্গে আইপিএলের মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কের কিছুটা মিল রয়েছে। আইপিএলের গত নিলামে বাংলাদেশের জোরে বোলারকে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকায় কিনেছিল কেকেআর। পরে বাংলাদেশের জোরে বোলারকে নিয়ে আপত্তি জানান বিজেপি-সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা। প্রতিবাদে মুখ খোলেন কয়েক জন ধর্মীয় নেতাও। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ইস্যুকে সামনে এনে আইপিএলে মুস্তাফিজুরের খেলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। বিতর্ক বাড়তে থাকায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে কেকেআর কর্তৃপক্ষ দল থেকে বাদ দেন মুস্তাফিজুরকে।

স্টেট গেমসের ম্যাসকট রেলি-র সূচনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস আগামী ২২ থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৮টি ইভেন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল ৯টায় উজ্জয়ন্ত প্যালেস তথা রাজবাড়ীর সামনে থেকে তিনদিনব্যাপী সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা সদরে প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রথম পর্বের ম্যাসকট রেলির শুভ সূচনা হবে। এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, অনুষ্ঠানে সকল ক্রীড়ামোদীদের উপস্থিতি আহবান করেছেন।

২২তম কুশল জৈন স্মৃতি টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।।কুশল জৈনের স্মৃতিতে আয়োজিত "২২তম কুশল ওপেন স্টেট ইনভাইটেশন টেনিস টুর্নামেন্ট" শুরু হতে চলেছে। এই মর্য্যাদাপূর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের দলগুলো আগরতলায় পৌঁছাতে শুরু করেছে। মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এবং ঝাড়খণ্ড থেকে দলগুলো ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে। বাংলা, মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের বাকি দলগুলো আগামীকাল পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।আগামীকাল, অর্থাৎ শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ঠিক বিকেল ৪টের সময় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জানিয়েছেন ত্রিপুরার ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়া সচিব প্রদীপ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন মেঘালয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভিকি ভাদেরা, মণিপুর টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হিদাংমায়ুম শশাঙ্ক শর্মা এবং ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

আইপিএলের আগে সুস্থ হতে মরিয়া পন্থ, নতুন চিকিৎসার সাহায্য নিলেন ভারতের উইকেটকিপার

নিউ জিল্যান্ড সিরিজের আগে চোট পেয়েছিলেন। তা এখনও পুরোপুরি সারাতে পারেননি ঋষভ পন্থ। রোজই একটু একটু করে উন্নতি হচ্ছে তাঁর। আইপিএলের আগে পুরোপুরি ফিট হতে মরিয়া ভারতের উইকেটকিপার। তাই বোর্ডের উদ্যোগে নতুন একটি চিকিৎসার সাহায্য নিলেন তিনি।পন্থের এই চিকিৎসাকে বলা হচ্ছে হাইপারবারিক অক্সিজেন থেরাপি বা এইচবিওটি। এর সাহায্যে উচ্চ চাপের সাহায্যে শরীরে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ঢোকানো হয়। শরীরে অক্সিজেন বেড়ে যাওয়ার ফলে তা কোষকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। চোট পাওয়ার পর এই চিকিৎসার সাহায্য নিলে দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। পন্থকে দেখা যাচ্ছে, গোলাকার একটি যন্ত্রে ঢুকে পড়তে। সেখানে ঢুকে তিনি ভিতরে বসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ কেবিনের মতো ওই যন্ত্রের সাহায্যেই শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো হয়।উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব পিকলবল লিগের এক অনুষ্ঠানে পন্থ বলেছিলেন, "রোজ আমার ফিটনেসের একটু একটু করে উন্নতি হচ্ছে। বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিশ্রম করছি। আশা করি দ্রুত মাঠে নামতে পারব।"পন্থের সংযোজন, "চোট পাওয়ার পর ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে যায় আমার। তাই জন্যই দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। অনেকেই পাশে থাকেন। ক্রিকেটার হিসাবে রোজই নিজের উন্নতি দেখতে চাই। নিজেকে আরও ভাল করে তোলার চেষ্টা করছি।"গাড়ি দুর্ঘটনায় চোট পেয়ে ক্রিকেটজীবন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। সে সব কাটিয়ে ক্রিকেটে ফিরেছেন। ইংল্যান্ড সিরিজে গোড়ালি ভাঙার পরেও ক্রিকেটে ফিরেছেন। পন্থের আশা, এ বারও তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফিরবেন। প্রতি বার প্রত্যাবর্তন থেকে কিছু না কিছু শিখেছেন বলে জানিয়েছিলেন ভারতের উইকেটকিপার।পন্থ বলেছিলেন, "প্রতিটা প্রত্যাবর্তনই জীবনের ব্যাপারে আমাকে কিছু না কিছু শিখিয়েছে। কৃতজ্ঞতার অর্থ শিখেছি, কী ভাবে আশপাশের জিনিসকে দেখতে হবে এবং ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে খুশি থাকতে হবে, সেটা শিখেছি। চোট পেলে ক্রিকেট খেলাটা খুব মিসকরি। ক্রিকেট খুব ভালবাসি। তবে মাঠে নেমে খেললেই সেটা সবচেয়ে ভাল উপভোগ করা যায়। চোট পেলে সেটাই সবচেয়ে মিসকরি।''

২০২৭ বিশ্বকাপে খেলে দেশকে ট্রফি জেতাতে চান, স্পষ্ট করে দিলেন রোহিত, পরোক্ষে বার্তা কি কোচ গম্ভীরকে?

ক্রিকেটের বাকি দু'টি ফরম্যাট থেকে অবসর নিলেও এখনও এক দিনের ক্রিকেটে খেলেন রোহিত শর্মা। সাম্প্রতিক সিরিজগুলিতে ভাল ছন্দে ছিলেন। বুধবার সেই রোহিত স্পষ্ট করে দিলেন, পরের বছর এক দিনের বিশ্বকাপে তিনি খেলতে চান। শুধু তা-ই নয়, দেশকে ট্রফিও জেতাতে চান। মনে করা হচ্ছে, কোচ গৌতম গম্ভীরকেই পরোক্ষে বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি।বুধবার একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ৫০ ওভারের ক্রিকেটের মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরেছেন রোহিত। বুঝিয়েছেন, কী ভাবে এই ফরম্যাটের ক্রিকেট পরীক্ষা নেয় এবং প্রতিভা তুলে আনে। রোহিতের কথায়, "আমি অবশ্যই বিশ্বকাপে খেলতে চাই এবং দেশকে ট্রফি জেতাতে চাই। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ দেখেই বড় হয়েছি। তখন টি২০ বিশ্বকাপ, আইপিএল, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কিছুই ছিল না। তখন ক্রিকেটের সর্বোচ্চ শিখরে ছিল এই বিশ্বকাপই, যেটা প্রতি চার বছরে এক বার আয়োজিত হত।"

২০২৩ বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েও ট্রফি পাননি রোহিত। দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ফাইনালে হারে ভারত। অধরা ট্রফি অন্তত এক বার ছুঁতে চান রোহিত। বলেছেন, ''কোনও তাড়াহুড়ো করছি না। কিন্তু ওই একটা ট্রফির ওজন সাংঘাতিক। তাই সেটা জেতার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমার কাছে যতটা শক্তি আছে, তা কাজে লাগিয়ে পরিশ্রম করে ট্রফি জেতার চেষ্টা করব।''এক দিনের বিশ্বকাপের ইতিহাসে রোহিত অন্যতম সফল ব্যাটার। ২৮টি ম্যাচে ১৫৭৫ রান করেছেন, যা চতুর্থ সর্বোচ্চ। তিনটি বিশ্বকাপ খেলে দু'বার প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন। সাতটি শতরান রয়েছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি খেলতে পারবেন অভিষেক?

অসুস্থতার জন্য নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে পারছেন না অভিষেক শর্মা। আগামী রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভবত তাঁকে পাবে না ভারত। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তরুণ ব্যাটার এখনও অসুস্থ। উদ্বেগ অস্বীকার করেননি ভারতীয় দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও।নামিবিয়া ম্যাচে টসের পর সঞ্চালক রবি শাস্ত্রী ভারতের প্রথম একাদশ সম্পর্কে জানতে চান। সূর্য বলেন, "অভিষেক এখনও অসুস্থ। ও ভাল নেই। আমরা ওকে একটা বা দু'টো ম্যাচে পাব না। ওর শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ঠিক বলতে পারব না। ওর পরিবর্তে সঞ্জু স্যামসনকে খেলাচ্ছি আমরা।"বেশ কিছু দিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছেন অভিষেক। ভারতীয় শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থতার জন্য অভিষেকের ওজন কিছুটা কমে গিয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অসুস্থতা নিয়েই খেলতে নামেন। প্রথম ওভারে আউট হওয়ার পর আর দেখা যায়নি তাঁকে। ফিল্ডিং করেননি। ম্যাচের পরও সাজঘরের বাইরে আসেননি। এর পর দিল্লিতে কোচ গৌতম গম্ভীরের বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণ রাখতে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যেই হোটেলে ফিরে যান। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় অভিষেককে বুধবার দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

ভারতীয় বোর্ডের অনুরোধেই বয়কট তুলেছে পাকিস্তান! বিতর্কে শোয়েব

ভারতীয় বোর্ডের অনুরোধেই বয়কট তুলেছে পাকিস্তান! ডিপফেক ভিডিও দেখিয়ে বিতর্কে শোয়েব মালিক। বিস্তর নাটকের পর বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান। রবিবার মহারণ হবে বলে খুশি ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে এই ম্যাচ ঘিরে যেভাবে বিতর্কের লাভাস্রোত বয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে এখনও চর্চা চলছে। এই পরিস্থিতিতে এআই ব্যবহারে বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লার বক্তব্যকে বিকৃত করা ভিডিও দেখিয়ে চূড়ান্ত সমালোচনার মুখে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক।

ঠিক কী হয়েছে? বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেছিল, বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিরুদ্ধে তারা মাঠে নামবে না। তবে এ ব্যাপারে আইসিসি'কে লিখিতভাবে তারা কিছু জানায়নি। এই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি'কে কড়া চিঠিও লেখে। তাছাড়াও আর্থিক, পর্যটন খাতে ক্ষতির সম্ভাবনা-সহ টিকিট বিক্রির কথাও তুলে ধরা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার অনুমতি দেয়নি বলে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা যাবে না, এটাও পাক বোর্ডের অবস্থান ছিল। রবিবার এই ইস্যুতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় লাহোরে পিসিবি'র দপ্তরে আইসিসি'র সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠকও হয়। এর পর বরফ গলে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হয় পাক দল।

আইসিসি'র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাজীব শুক্লা বলেন, "আইসিসি চেয়ারম্যান এবং প্রতিনিধিরা লাহোরে গিয়ে পিসিবি এবং বিসিবি'র সঙ্গে কথা বলার পর সমাধানসূত্র বেরিয়েছে। এটা খুবই তা ভালো এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। এমন সিদ্ধান্তে ক্রিকেটকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।" এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু শোয়েব মালিকের কর্মকাণ্ডে পুরো ঘটনাই বদলে যায়।

পাকিস্তানি এক টিভি শোয়ে বিশ্লেষকের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে শোয়েবকে। সেখানে যে ভিডিয়োটি তিনি দেখাচ্ছেন, সেখানে অতিরিক্ত লাইন জুড়ে দেওয়া হয়। শুক্লার বক্তব্যকে অবলীলায় বদলে দিয়ে বলা হয়েছে, "ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি করাতে বিসিসিআই বারবার অনুরোধ করেছে পাকিস্তানকে। এই ঘটনার পর নেটিজেনরা বেজায় চটেছেন। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও শোয়েব মালিক এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি। কেউ কেউ আবার এআই ব্যবহারের অপপ্রয়োগ নিয়ে সুর চড়িয়েছেন।ইউ টার্ন স্পেশালিস্ট। নিজের দেশ পাকিস্তানকে এভাবেই তোপ দাগলে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানা করেছে পাকিস্তান। বহু নাটকীয়তা শেষে অবশেষে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন সলমন আলি আঘারা। সেই নিয়েই এবার তোপ দাগলেন কানেরিয়া।

একটি সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার বলেন, "সবকিছুর একটা সীমা থাকে। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এই নাটক বন্ধ হবে না। পাকিস্তান অবশ্যই ইউ টার্ন নেবে কারণ ওটায় পাকিস্তান স্পেশালিস্ট। কেউ যেমন ব্যাটিং স্পেশালিস্ট, কেউ আবার স্পিন বোলিং স্পেশালিস্ট। ঠিক সেরকমই পাকিস্তান হল ইউ টার্ন স্পেশালিস্ট। ওদের মতো এত ভালোভাবে ইউ টার্ন নিতে আমি কাউকে দেখিনি।" কানেরিয়া আরও বলেন, এহেন কাণ্ডকারখানা দেখে পাকিস্তানকে নিয়ে সকলে হাসাহাসি করছে।

পাকিস্তানের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেললেও একাধিকবার নিজের দেশকে তুলোধোনা করেছেন কানেরিয়া। বয়কট নাটক নিয়েও তিনি সুর চড়ালেন। কানেরিয়ার কথায়, "পাকিস্তান প্রথমে নিজেদের কিছু দাবি জানায়। কিন্তু তারপরেই চাপ পড়বে-আইসিসির নিষেধাজ্ঞা, আর্থিক ক্ষতি, পিএসএল থেকে বিদেশি ক্রিকেটারদের নাম তুলে নেওয়া। এসব সমস্যা দেখেই ফের ইউ টার্ন নিল।" কানেরিয়া প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, পাক ক্রিকেটের জন বাংলাদেশ কী এমন করেছে যে ওদের পাশে দাঁড়াতে হবে?

উল্লেখ্য, টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বহিষ্কার করতেই তেড়েফুঁড়ে ওঠে পাকিস্তান। স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বাংলাদেশের প্রতি এহেন আচরণ তারা মোটেও বরদাস্ত করবে না। আইসিসির পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ এবং বাংলাদেশের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না তারা। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বোর্ড কর্তা এবং আইসিসির সঙ্গে বৈঠকে সুর নরম করে পাক বোর্ড। কোনও শর্ত না রেখেই অবশেষে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান। গোটা ঘটনাক্রমকেই তুলোধোনা করেছেন কানেরিয়া।

জাগরণ 13 February, 2026, Friday আগরতলা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং, ■ ৩০ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দেশব্যাপী ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া মিলেছে : কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রভাব নিয়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি দাবি করেন, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড, এমজিএনরেগা কার্যত বাতিলের উদ্যোগ এবং সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে দেশজুড়ে যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তা ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে।

প্রবীর চক্রবর্তীর বক্তব্য, পূর্ববর্তী ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে কর্পোরেটপন্থী শ্রম কোড চালু করা হয়েছে, যা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী।

পাশাপাশি, গ্রামীণ ভারতের মানুষের ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, আইএনটিইউসি, সিআইটিইউ সহ বিভিন্ন বিজেপি-বিরোধী শ্রমিক সংগঠন ও কিষান মোর্চার আহ্বানে দেশজুড়ে কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ ধর্মঘটে সামিল হন। শিল্প-কারখানা, পরিবহণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসনিক বাধা ও শাসকদলের চাপ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। রাজ্যেও গ্রামাঞ্চল থেকে রাজধানী পর্যন্ত ধর্মঘটের নৈতিক সমর্থন দেখা গেছে বলে দাবি তাঁর।

সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রের সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও সরব হন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র। তাঁর অভিযোগ, এই চুক্তির ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবিও জানান তিনি।

এছাড়া, রাজ্যে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফরের সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সরকারি বক্তব্যের মিল নেই। গ্রামীণ অর্থনীতি, সেচব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তী জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতির প্রতিবাদে এবং এমজিএনরেগা পুনর্বহালের দাবিতে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজভবন অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি রাজ্যের শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সকল মানুষকে এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি মানববন্ধন কর্মসূচি টিএসএফ ও টিআইএসএফ-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: ককবরক ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনের দাবিতে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি মানববন্ধন কর্মসূচির ডাক দিল টিএসএফ ও টিআইএসএফ। এদিন সন্ধ্যায় আগরতলার রাজ অন্দরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন টিএসএফ-এর সহ-সভাপতি জন দেববর্মা।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ককবরক ভাষার ক্ষেত্রে রোমান স্ক্রিপ্ট চালুর দাবি জানিয়ে আসছে ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি।

জনজাতি অংশের ভাই বোনদের প্রকৃত উন্নয়ন ছাড়া এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: জনজাতি অংশের ভাই বোনদের প্রকৃত উন্নয়ন ছাড়া এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয়। রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে জনজাতি জনপদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে। বর্তমান রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে "মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা"র অধীনে সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়ন রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি পরিবারগুলিকে পশুপালন সহ বিভিন্ন জীবিকামুখী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার জনজাতিদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পরম্পরার উৎকর্ষ সাধনে বর্তমান রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কথাও ত্রিপুরার মানুষের রয়েছে। বিগত দিনে এই চিত্র লক্ষ্য করা যেতনা। বর্তমান সরকার শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করতে জানে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে দীর্ঘ ২৩ বছরের রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন তথা আর্থিক অবস্থার উন্নয়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনায় প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৯ হাজার ৭৭৯ জন জনজাতি সুবিধাভোগী এই সহায়তা পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং তাদের মর্যাদা বাড়াতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। রাজ্যের তথা কেন্দ্রের উন্নয়নের বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জনজাতি এলাকার উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, মহিলা বয়নশিল্পীদের বিনামূল্যে সুতা প্রদান, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তির অর্থ বৃদ্ধি, জনজাতি এলাকায় যোগাযোগের সম্প্রসারণ, আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিতকরণ, গড়িয়া পূজা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি বৃদ্ধি, জনজাতি সমাজপতিদের ভাতা বৃদ্ধি করা, প্রি-মেট্রিক বৃত্তি বাড়ানো, আগরতলার জিরো পয়েন্টে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন, বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তন করে যথাক্রম হাতাইকতর, হাচুকবেরেম, গন্ডাতুইসা রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বসবাসকারী ১৯টি জনজাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রাজ্যের গর্ব। বাঙালী, মনিপুরি, সংখ্যালঘু সবার সংস্কৃতি রক্ষায় এবং সম্মান জানাতে এই সরকার আন্তরিক। ভারতের মানচিত্রে ত্রিপুরা বর্তমানে সমস্ত ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সবার মিলিত প্রয়াসে নতুন এবং উন্নয়নমুখী ত্রিপুরা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রকল্প নয়, এটি জনজাতি ভাই বোনদের স্বনির্ভর করে তুলতে সরকারের ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলন। রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াস জারি রেখেছে। জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প চালু করেছে।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। জনজাতি এলাকার উন্নয়নে এবং জনজাতি মানুষের সার্বিক বিকাশে রাজ্য বাজেটেও বিরাট সংস্থান রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনজাতি সুবিধাভোগীদের হাতে অর্থের প্রতিকী চেক তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ তাদের হাতে সেই ডেমো চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা শীর্ষেন্দু দেববর্মা।

রাজর্ষি উৎসব শুধু আনন্দের নয়

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: রাজর্ষি উৎসব শুধু আনন্দের নয়, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। তাই এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাও অব্যাহত রাখতে হবে। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণকে আরও সুসজ্জিত করে তোলার। উদয়পুর শহরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় উদয়পুরের রাজনগরে ২১তম রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ভুবনেশ্বরী মন্দির একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থান। প্রতিবছর এই পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হয় রাজর্ষি উৎসবের। তিনি বলেন, রাজর্ষি উৎসব আমাদের রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি আরও বলেন, উদয়পুর হলো আধ্যাত্মিক শহর। উদয়পুরের ঐতিহাসিক দীঘিগুলিকেও সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে নতুন রূপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একসময় উদয়পুর ছিল রাজ্যের রাজধানী। সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আজ উদয়পুরকে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চার জন্য আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জনজাতিদের সংস্কৃতিকে রক্ষায় কাজ করছে। তিনি রাজর্ষি উৎসবের সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অজয় দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, মহকুমা শাসক ত্রিদিপ সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা। উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে উন্নয়নমূলক স্টল খোলা হয়েছে। আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এই উৎসব চলবে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

দিল্লি ওয়ার্ল পাবলিক স্কুলে সিবিএসই এডমিট কার্ডে গড়মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: আগরতলাস্থিত দিল্লি ওয়ার্ল পাবলিক স্কুলে সিবিএসই উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের এডমিট কার্ডে গুরুতর ভুল ধরা পড়ায় অভিভাবক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, একটি বিষয়ের জায়গায় অন্য একটি বিষয়ের কোড উল্লেখ করা হয়েছে এডমিট কার্ডে, যা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানা গেছে, হাতে গোনা আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে সিবিএসই উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

শ্রমিক স্বার্থে ডাকা ধর্মঘট 'সর্বাত্মক সফল' দাবি সিআইটিইউ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: শ্রমিক স্বার্থে ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘট রাজ্যে সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে বলে দাবি করল সিআইটিইউ। এদিন আগরতলায় সিআইটিইউ-র রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত।

তিনি দাবি করেন, ধর্মঘটের ফলে পরিবহণ ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। রাজ্যের প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ যানবাহন এদিন রাস্তায় নামেনি বলে তাঁর বক্তব্য। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন বলেও তিনি দাবি করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, আগরতলা রেল স্টেশনে যেখানে প্রতিদিন সকালে গড়ে দুই থেকে আড়াই হাজার যাত্রী উপস্থিত থাকেন, সেখানে ধর্মঘটের দিন উপস্থিতি নেমে আসে প্রায় শতাধিকের মধ্যে। এদিন রাজ্যের ৪১টি স্থানে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল ও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে বলেও দাবি করেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক আরও জানান, রাজ্যের তিনটি স্থানে আন্দোলনকারীরা রেললাইনের উপর অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। দুই-একটি ব্যাঙ্ক বাদে অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য।

পরীক্ষার্থীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগুলিকে ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল বলে জানান শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। যেসব স্কুলে পরীক্ষা ছিল, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয়েছেন, তবে অন্যান্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি কম ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরো জানান, সকাল থেকে রাজ্যের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৯৯ শতাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকে। তবে দুপুরের দিকে আগরতলা শহরের কিছু দোকানপাট শাসকদলের হুমকির মুখে খুলতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

১৩টি মোবাইল ও ৭টি বাইক উদ্ধার, মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে চুরির ঘটনার পাশাপাশি পুলিশের তৎপরতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারাবাহিক অভিযানে সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন ও মোটরবাইক চুরির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তাদের কাছে জমা পড়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান শুরু করে। তদন্ত ও গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে মোট ১৩টি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন এবং ৭টি মোটরবাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার। তিনি আরও জানান, এই চুরি চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তাদের সনাক্তকরণ ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে সকলের সহযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: যে কোনও রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো শিল্প এবং বাণিজ্য। তবে আমাদের রাজ্য আজ শুধু শিল্পে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, কৃষি, আই.টি. প্রভৃতি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে প্রয়াস নিয়েছেন তার প্রদর্শিত পথে রাজ্যও এগিয়ে চলেছে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। ১৫ দিনব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলা আজ শেষ হয়েছে। প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে বহিরাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদের আগমন বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে এই রাজ্যে পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা আজ আইটি, সেক্টরে দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে। ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আইটি পার্ক গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, সচিবালয়, বিধানসভা থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিল পর্যন্ত ডিজিটাল ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই রাজ্যে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে সকলের সহযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, যারা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছেন তারা কিভাবে নিজেদের অবস্থা আরও সুদৃঢ় করতে পারেন সে লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, আগে রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প উপেক্ষিত ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প চালুর মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা চাই সবার সহযোগিতায় আত্মনির্ভর ভারত এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠুক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, স্কিল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া আজ শুধু স্লোগান নয়, এটি আমাদের দেশে বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা ছোট হলেও বর্তমানে এম.এসএম.ই-র উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৫০ হাজারের উপর স্বসহায়ক গোষ্ঠী রয়েছে। গত কয়েক বছরে এগুলিকে ১৫ কোটি টাকার উপর ঋণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৯১০ জনকে এম.এস.এম.ই-র রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। নতুন ১৩ হাজার যুবক যুবতীকে বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাদের ৩৭০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, টি.এস.আই.সি-এর চেয়ারম্যান বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, টি.আই.ডি.সি.-র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, টি.টি.ডি.সি.-র চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সব্যসাচী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ শিল্পোদ্যোগীদের পুরস্কৃত করেন।

চড়িলামে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতির উপর হামলা, প্রাণ রক্ষায় থানায় আশ্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ ফেব্রুয়ারি: বিজেপির প্রাক্তন চড়িলাম মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথের উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ নিজ দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে।

আরডি অফিসে ওয়ার্ক অর্ডার বিতরণকে কেন্দ্র করে দলীয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বচসার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রাজকুমার দেবনাথের উপর শারীরিক আক্রমণ চালানো হয়। আহত অবস্থায় তিনি প্রাণ বাঁচাতে বিশ্রামগঞ্জ থানায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই দলীয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে নানা ইস্যুতে বিরোধ চলছিল। নিগো বাণিজ্যসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে এই কলহের সূত্রপাত বলে অভিযোগ। যদিও দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বমুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণসহ অন্যান্য নেতারা স্থানীয় স্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়, তবুও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি।

ঘটনার পর রাজকুমার দেবনাথ বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। বর্তমান চড়িলাম মণ্ডল সভাপতিসহ স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমি প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হয়েও যদি আক্রমণের শিকার হই, তাহলে চড়িলামে সাধারণ কর্মীরা কতটা নিরাপদ?" এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

উত্তরপূর্বাঞ্চলে অবকাঠামোগত অগ্রগতি দেশের উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত : রাজীব

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে যে পরিমাণ অবকাঠামোগত অগ্রগতি হয়েছে তা দেশের উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আজ রাজ্যসভায় ২০২৬---২৭ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা তুলে ধরলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বক্তব্যে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল ও সড়ক সংযোগ শক্তিশালী হওয়ায় বাণিজ্য, পর্যটন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ করে কৌশলগত গুরুত্বসম্পন্ন 'চিকেন নেক' এলাকা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আজ ভারত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাস্তবে গরিবদের জন্য কাজ করেছেন। নয় বছরে প্রধানমন্ত্রী দেশের ২৫ কোটি গরীবদের পরিবারগুলোকে গরিবি থেকে মুক্ত দিয়েছেন। বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে সাংসদ বলেন, বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হলে ত্রিপুরায় এসে উন্নয়ন নিজের চোখে দেখে যাওয়া উচিত। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, প্রয়োজনে উন্নয়নের চশমাও তিনি দিতে প্রস্তুত। মোদী সরকারের আমলে হওয়া কাজ বাস্তবে দেখলেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

খোয়াইয়ে বাল্যবিবাহের ঘটনা, দুই মাস পর নাবালিকা উদ্ধার চাইল্ড লাইনের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: বাল্যবিবাহের একটি ঘটনা সামনে এলো খোয়াই থানার অন্তর্গত ছোট বাগাই এলাকায়। দুই মাস ধরে দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর অবশেষে চাইল্ড হেল্পলাইন ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এক নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, ছোট বাগাই এলাকার বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন দাসের ১৭ বছর বয়সী নাবালক ছেলে সঞ্জয় দাসের সঙ্গে কৃষ্ণপুর এলাকার ১৫ বছর ১০ মাস ২১ দিন বয়সী এক নাবালিকার বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর ওই নাবালিকা গত দুই মাস ধরে ছেলের বাড়িতেই অবস্থান করছিল।

বিষয়টি চাইল্ড হেল্পলাইনের নজরে আসতেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, আগামীকাল মেয়েটির পরিবার ও ছেলেটির পরিবারঅভিভাবক চিত্তরঞ্জন দাস এবং রিনা শব্দকর দাসকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বাল্যবিবাহ রোধে সরকার একাধিক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবুও একাংশ অভিভাবক সরকারি আইন অমান্য করে নাবালক-নাবালিকাদের বিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas